উন্মাদ

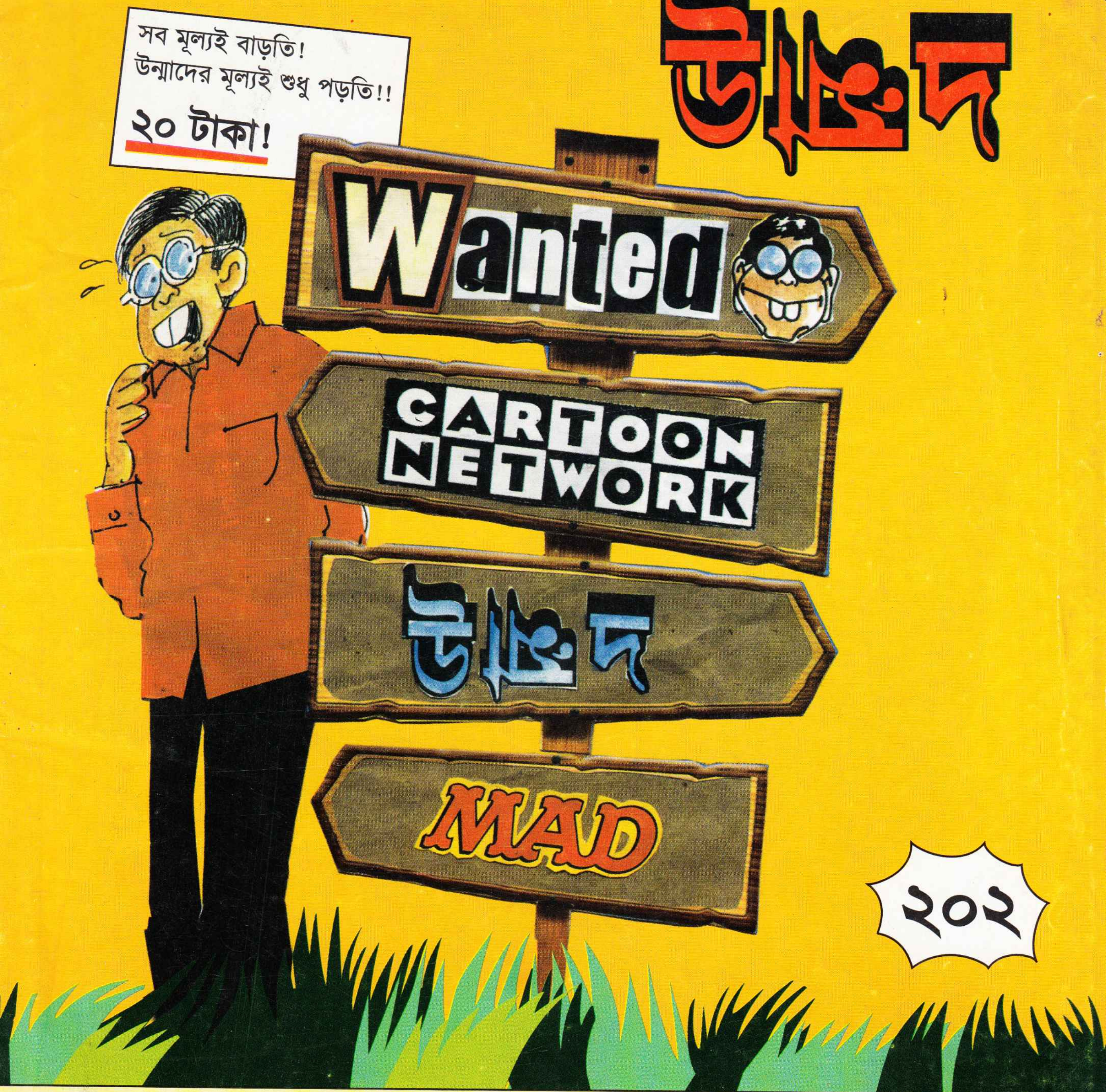

We invite Bangladeshi students to study in Australian Schools, Colleges & Universities.

The Australinn National University
University of Canberra
Monash University
University of Technology Sydney (UTS)
Perth Institute of Business & Technology
Queensland Institute of Business & Technology
Canberra Institute of Technology

Insearch UTS
Insearch Essex (UK)
Deakin University
Edith Cowan University
Griffith University
Murdoch University

William Angliss Institute of TAFE
Melbourne Institute of Business & Technology
Billy Blue Group of Colleges
University of Notre Dame Australia
Australian Catholic University
University of Western Sydney (UWS)

GESA GRANGER EDUCATIONAL SERVICES AUSTRALIA

Regional Head Office: House # 31, Road # 9/A,
Dhanmondi R/A, Dhaka-1209, Ph : (02) 8150381, 0171-323255
E-mail : bangladesh@gesa.net.au,www.gesa.net.au

Chittagong Branch: 4/4, Zakir Hossain Road
(Opposite Kulshi Police Station)
South Kulshi, Chittagong-4000, Bangladesh
+880 31 612947, 0171 378984,zakhan@gesa.net.au

BanglaPdfBoi.com

উন্মাদ

এই সংখ্যার ফ্ল্যাগ মিটিং...

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

উন্মাদ

স্যাটায়ার ম্যাগাজিন ☐ রেজিঃ ডি.এ-৬১২ ☐ আগষ্ট ২০০৫

পত্র যোগাযোগ ঃ ৫৫/১, ভজহরী সাহা স্ট্রীট, ঢাকা-১১০০

http:\\www.homeviewbangladesh.com\unmad, E-mail : unmad1@ss1-idt.net

সম্পাদক / প্রকাশক

আহসান হাবীব

প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক
ইশ্তেয়াক হোসেন
কাজী খালিদ আশরাফ

নির্বাহী উন্মাদক
রোমেন রায়হান

সহযোগী নির্বাহী সম্পাদক
হাসান খুরশীদ রুমী

সহযোগী উন্মাদক
মুস্তাফিজুর রহমান, অনিক খান

সহকারী উন্মাদক
মেহেদী হক
ওয়াহিদ ইবনে রেজা

জনসংযোগ উন্মাদক
মেহেদী হাসান খান

বৈদেশিক উন্মাদক
মুনীর হাসান,
জুলকারীন জাহাঙ্গির

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
সাগর খন্দকার

উন্মাদের পাঠক, পাঠক ফোরামের সকল যোগাযোগের জন্য ঃ unmadinfo@yahoo.com

বিভাগীয় প্রধান নির্বাহী ০ সাজ্জাদ কবীর

অঙ্কন বিভাগ	পরিকল্পন বিভাগ	লেখালেখি বিভাগ	কম্পিউটার বিভাগ	ওল্ড ইজ গোল্ড
শাহরীয়ার , তারিক, তৌফিক, টিপু , সোহেল, ওবায়েদ, তানভির ইবনে কামাল	মিজানুর রহমান কল্লোল আব্দুল্লাহ শাহরীয়ার টুটুল রনবীর বিপ্লব	মোকারম হোসেন মারুফ রেহমান	জুন্নুনুর রহমান (একা একা কিছু ভাল লাগে না...কোন কাজে মন কেন বসে না...)	ইলিয়াস খান কাজী তাপস আজিজুল আবেদীন

উন্মাদে ব্যবহৃত চরিত্রের নাম নিতান্তই কাল্পনিক। বাস্তব কোন চরিত্রের নামের সাথে বা মুখাবয়বের সাথে কোনো ফিচারে লেখায় বা ছড়ায় মিল খুঁজে পেলে তা সম্পূর্ন কাকতলীয় বলে ধরে নিতে হবে। । এই পত্রিকা কেবল মাত্র বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ পাঠকদের জন্য । যদি সুস্থ্য মস্তিষ্কের কেউ এই পত্রিকা পাঠে কোনো কিছু অনুধাবন করে বা করার চেষ্টা করে তা হলে তা তার একান্ত ব্যাক্তিগত চিন্তা বলে গন্য হবে। তার জন্য এই পত্রিকার সম্পাদক , প্রকাশক, ব্যবস্থাপক, কম্পোজিটার , লেখক , ছড়াকার, আর্টিস্ট , কার্টুনিস্ট কাউকে কোনো ক্রমেই দায়ি করা যাবে না

কম্পোজ ঃ উন্মাদ কম্পিউটার ০ মুদ্রণে ঃ মদিনা প্রিন্টার্স এন্ড প্যাকেজার্স, ১২ বনগ্রাম লেন, ঢাকা।

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

চিঠিপত্র বা প্রেম পত্র বা যাবতীয় নথিপত্র !

উন্মাদক

দেরীতে হলেও কারেন্ট সংখ্যা উন্মাদ মানে ২০১ টা হাতে এল। সত্যি কথা বলতে কি অনেকদিন পর ভাল লাগল মনে হল উন্মাদ এখন আগের চেয়ে অনেক বেশী সমাজ সচেতন হয়েছে। আসলে এ ব্যাপারটার দরকার ছিল, এই ঘুনে ধরা সমাজকে জাগাতে হলে আপনাদের তুলির আঘাত হানতেই হবে কি বলেন?

ইদানিং রম্য রচনা কম দেখছি। সাজ্জাদ কবীর কি আর লিখবেন না? তার লেখা আমার ভাল লাগে। একটু সিরিয়াস কিন্তু ভাল লিখেন উনি। আজকাল স্যাটায়ার ধরনের লেখাতো কেউ লিখছেন না তেমন, এ দিকটা আপনারা একটু নজর দিন। তরুনদের লেখাও ছাপতে পারেন। আপনারা উৎসাহিত না করলে কে করবে? সব শেষে আপনাদের কাছে একটা প্রস্তাব আপনরা একটা ওয়ার্কর্শপের মত করছেন না কেন? যেখানে কার্টুন , রম্য, এসবের উপরে আমরা তরুণ না শিক্ষা নিব। আপনাদের মনে আছে কিনা জানি না। বহু বছর আগে এ ধরনের একটা ওয়ার্কশপ হয়েছিল 'জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রে' আমার বড় ভাই এতে অংশ গ্রহন করেছিল। সেখানে আহসান হাবীব, শিশির ভট্টাচার্য, আসিফুল হুদা ওদিকে মমতাজ উদ্দীন, মোস্তফা মনোয়ার এরা সবাই বক্তব্য রেখেছিলেন এসবই আমার বড় ভায়ের কাছে শোনা। আমার মনে হয় এ ধরনের একটা ওয়ার্কশপ আপনারাও করতে পারেন। তাহলে তরুন সমাজ উপকৃত হবে। ভাল থাকবেন। সালাম।

ওয়াকিল আহমেদ
পান্থপথ, ঢাকা।

উন্মাদ সম্পাদক সাহেব

প্রথমেই উন্মাদ সংশ্লিষ্ট সবাইকে আমার অভিনন্দন এবং সালাম। আশ করি সবাই ভাল আছেন। ভাল লাগল যে উন্মাদে আবার প্রবাসী লেখক হোসেন তৌহিদ জুয়েল তার " হাবিজাবি " লিখতে শুরু করেছেন। এক সময় আমি তার লেখার বিশেষ ভক্ত ছিলাম। তিনি কি আর দেশে আসবেন না? তার 'ই মেল' নাম্বারটা কি দেয়া যায়?

তানভীর ইবনে কামাল এর কার্টুন দেখছি না কেন? আগে তিনি ভোরের কাগজের রঙ্গ পাতায় কার্টুন আঁকতেন সেখানেও তার কার্টুন দেখছি না। তিনি কোথায় হাওয়া হয়ে গেলেন? নাকি বিদেশে চলে গেছেন?

উন্মাদের সম্পাদক সাহেবের কার্টুন ফিচার দেখি কিন্তু লেখা দেখি না কেন? তিনি অন্য অনেক পত্র-পত্রিকায়তো দেখি মাঝে মধ্যে লেখেন কিন্তু উন্মাদে লিখেন না কেন?

বিশেষ কি? ধন্যবাদ।

আশিক
('...তোর বাবার বুকের ব্যথাটা বেরেছে' সেই আশিক না কিন্তু!)
পশ্চিম রাজাবাজার, ঢাকা।

ডিয়ার উন্মাদ

২০১ সংখ্যা উন্মাদ পড়লাম হাসি তো দূরে কাঁদতেও পাড়লাম না! হয়েছেটা কি আপনাদের? স্টক কি শেষ ? এক কাজ করতে পারেন । আপনাদের পত্রিকার সাথে এখন থেকে ছোট সিলিন্ডারে করে লাফিং গ্যাস দির্তে থাকুন ফ্রি। পত্রিকা পড়ে না হাসলেও লাফিং গ্যাসের কারণে হাসবে সবাই। বুদ্ধিটা কেমন?

আমি বুঝতে পারছি এখন থেকে উন্মাদে আমাকেই লিখতে ও আঁকতে হবে তাহলে যদি পাবলিক হাসে। তাই চিঠিপত্র দিয়েই শুরু করলাম। আশা করি পত্রটি ছাপবেন। না ছাপলে এই আমার শেষ উন্মাদ পড়া ... সাফ সাফ বলে দিলাম। সালামালাইকুম।

পূনঃ গেমস আর পরিদর্শনটা ভাল হয়েছে।

উর্মি, কচুক্ষেত, ঢাকা।

কার্টুন ০ রিফাত

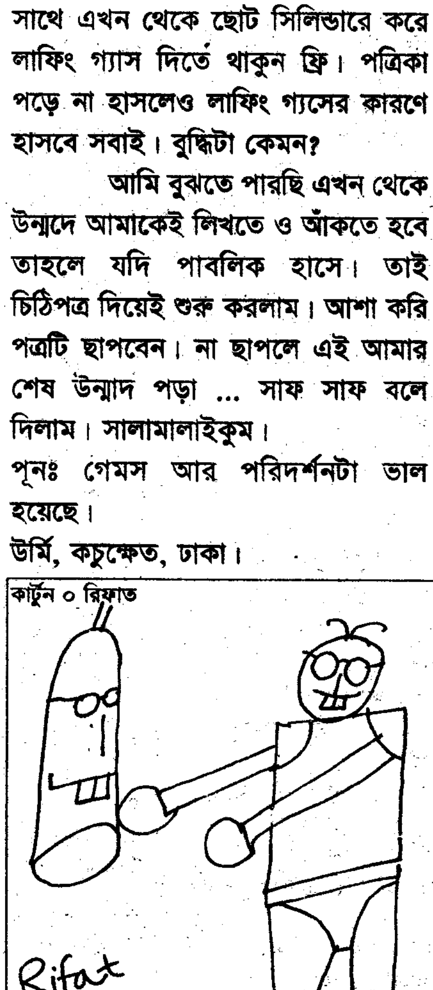

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

উন্মাদ সাহেব (চিঠি -১)

আশা করি ভালই আছেন। উন্মাদ ২০০ তম সংখ্যা প্রকাশিত হল আর ঐ সংখ্যাতেই আমার একটা আইডিয়া এল-

উন্মাদ পাঠক ফোরাম, পাঠক , লেখকগণ ইত্যাদীর লেখা নিয়ে উন্মাদ হাসির সংখ্যা করলে কেমন হয়? যদি প্রতি এক বছরে একটি করে হাসির সংখ্যা করলে উন্মাদের জনপ্রিয়তা বারবে। আচ্ছা অনেক হলো, শেষে একটা জোক -

খদ্দের ঃ ওয়েটার এক গ্লাস জল

ওয়েটারঃ কী করবেন? খাবেন?

খদ্দেরঃ না রেস্টুরেন্ট থেকে সেখানে ডাইভ খাবো!

উন্মাদ সাহেব (চিঠি- ২)

আশা করি ভাল আছেন। আমি কিন্তু ভাল নেই। কারণ জানেন? উন্মাদের পাঠক সংখ্যা খুবই কম। ২০১ তম সংখ্যায় জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়া প্রসঙ্গে একটা চিঠি পঠিয়েছিলাম .., ছাপান নি। যাহোক এতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু পাঠক সংখ্যা খুবই কম হওয়ার জন্য ভয় লাগছে! এর কারণ, চিঠিপত্র ছাড়া কোন বিভাগ নেই। উন্মাদ পাঠক ফোরামের কুপন না পাওয়ার জন্য চিঠিপত্র বিভাগ ছাড়া কোন বিভাগে লেখা পাঠাতে পারছি না। আচ্ছা পাঠকদের লেখা নিয়ে কোন বিভাগ করা যায় না? গেলে দয়া করে জানাবেন!

অর্পন দাশ গুপ্ত

শ্যামরী, ঢাকা।

০০

"একটি ব্যাতিক্রমধর্মী পরিবার"

পিতা - তুফন

মাতা - সাইক্লোন

ছেলে - দুই জন / সমুদ্র, সুনামী

মেয়ে দুই জন / নদী, বৃষ্টি

ভাইপো - ভুমিকম্প

ভাইঝি - টর্নেডো

খাবর লটপটি, চটপটি, চর্চরি

স্বপন কুমার দাশ গুপ্ত

শ্যামলী , ঢাকা।

দিল্লি কা লাড্ডু!

বিধান রিবেরু

প্রেম করার সময়, পার্কে বসে আগের দিনের মতো বাদাম আর খাওয়া হয়না। তার প্রমাণ আমরা। আমি আর মৌ যখন উত্তরা সাত নাম্বারের পার্কে বসে থাকি তখন কোনো "জোড়া"কে বাদাম চিবাতে দেখি না। যদিও একটা বাদামের গাড়ি বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে সবসময়। আমি নিশ্চিত ফাস্টফুড ইন করার পর বাদাম আউট হয়ে গেছে, বিশেষ করে "জোড়া"দের হাত থেকে। তবে আইসক্রীম চাটতে দেখেছি।

পার্কটাতে আমরা সাধারণত আসি সকাল এগারোটার দিকে তারপর ঘন্টা খানেক বসে, উঠে পড়ি। সেদিনও ছায়া দেখে একটা বেঞ্চিতে বসলাম। এটা-ওটা কথা হচ্ছিলো। কিন্তু সামনে যে একটা কঠিন পরিস্থিতি মোকাবেলা করতে হবে তা আঁচও করতে পারিনি। নিরিহ গোছের একটা দিন, ছিমছাম সকালের রোদ, সামনে বালুস্নানরত চড়ু-ই, শালিক-দোয়েলের কিচির-মিচির, সব মিলিয়ে ফুরফুরে এবং ঝরঝরে একটা দিন। আমি মৌএর হাত ধরে বসে আছি।

'বলো তো ঐ গাছটার নাম কি?' মৌ আমাকে সবসময় এরকম উদ্ভিদ বিষয়ে প্রশ্ন করবে। কারণ ও জানে, এক অজানা কারণে গাছের নাম আমার মনে থাকে না। হাজারবার চিনিয়ে দিলেও পরের সপ্তায় ঠিক ঠিক ভুলে যাই।

মৌ ছোটো বেলা মফঃস্বলে থেকেছে, বাবার চাকুরীর সুবাদে। তাই সে অনেক গাছ চেনে। সে তার জ্ঞান আমার উপর ফলিয়ে এক নিষ্ঠুর আনন্দ পেতে চায়। আমিও বাঁধা দেই না।

আমি বলি, 'ইয়ে, কি যেন?'

অনেক সময় মনে থাকলেও ঐ একই কথা বলি। এতে মৌ খুব খুশি হয়। তারপর সে গাছটার নাম খুব আগ্রহ নিয়ে বলে। তখন ওর চোখ-মুখ থাকে সুখী-সুখী। আমার সেটা দেখতে ভীষণ ভালো লাগে।

মৌ বলল, 'ওটা রঙ্গন ফুলের গাছ'।

আমি বললাম, 'হুম, বলছে তোমারে!' এরকম বোকা-বোকা সংশয় মাখা কথায় ও আরো মজা পায়। তখন ও আদুরে গলায় বলে,'তুমি একটা বোকা'।

আমি তখন সত্যি সত্যি বোকার মতন একটা হাসি দেই। তখনো বুঝিনি কি অপেক্ষা করছে আমার জন্য। কেউ-ই চায়না এতো সুন্দর রোমান্টিক আবহাওয়ায় ঐ রকম মোলায়েম কথা ছেড়ে অন্য নিরস তর্ক করতে। কিন্তু বিধি বাম! কথা নদীর মতো, কোন সময় যে কোন দিকে মোচড় দেবে তার কোনো মা-বাপ নাই। যাই হোক মৌকে সুখী করাই আমার লক্ষ্য, ও যে বৃক্ষবিশারদ, এটা ওকে বললে নিশ্চয়ই ও খুশি হবে !

মৌকে হাসাবার আর আমার কল্পনা শক্তির সুঠাম পেশী দেখাবার যৌথ বাসনায় ওকে বললাম,' আমার মনে হয় তোমরা ছিলা মোটা মোটা গাছের খোড়লে। তোমাদের স্কুলও ছিলো গাছের আগায়। ঝুইলা ঝুইলা তোমরা ভাই-বোনেরা বৃক্ষ-স্কুলে যাইতা। আর তোমার বাবা, গাছ থেকে গাছে ঘুরে-ঘুরে ফলমূল আনতো। চারিদিকে গাছ আর গাছ। এজন্যই তো তুমি এতো গাছ চিনো'।

এতক্ষন খেয়াল করিনি, কখন যে মৌ-এর মুখ কালো হয়ে গেছে, খেয়াল করিনি একদম। 'এই কি হইলো আবার?' আমি বললাম। কোনো উত্তর নেই। মুখ নিচের দিকে। আমি আবারো জিজ্ঞেস করলাম,'কি হইছে তোমার?'

এবার মৌ এর দুই হাত চলে গেলো চোখ-মুখ ঢাকতে, বুঝলাম বরিষণ আগত। 'আচ্ছা কি বললাম আমি? হ্যাঁ? তুমি এরকম করা শুরু করছো?'

দেখলাম হাত বেয়ে কনুইয়ের দিকে যাচেছ বর্ষার প্রথম জল। হাতের কাছে কদম ফুল নাই, থাকলে কিছু একটা ট্রাই করা যেতো। যাই হোক, উপস্থিত যা কিছু আছে তা দিয়েই তা (ডিম ফুটানোর তা) দিতে হবে। যদি কিছু ফল হয়! বললাম,'আচ্ছা বাবা সরি, জানিনা কিজন্যে বলতেছি, তবে সরি, লক্ষী সোনা এবার বলো কী হয়ছে?' এখন শরৎকাল আসবে আসবে করছে। কারণ বর্ষা শেষ। মৌ তাকালো আমার দিকে,'তুমি আমার বাবাকে টারজান বললে কেন?' বলেই আবার চোখে জোয়ার আনার ইঙ্গিত দিলো মৌ।

কী মুশকিল, কী মুশকিল,'আরে ...টারজান বললাম কখন?'

'ঐ যে বললে আমার বাবা গাছে গাছে ঘুরেছে আর আমরাও নাকি ঝুলেছি?' মৌ বলে চলল,'টারজান তো শুধু একটা নেংটি পড়ে, আমার বাবাও কি নেংটি পড়তো, আমরা কি গরীব ছিলাম? তোমার কি শ্রদ্ধা-ভক্তি বলতে কিছু নেই?' মেঘ থেকে আবারো জল গড়াতে শুরু করলো। এ কোন সঙ্কটে পড়লামরে বাবা! সাধে কী বলে দিল্লি কা লাড্ডু !

আমেরিকা যেমন করে অন্যসব দেশে পারমানবিক বোমা সহ আরো মারাত্মক অস্ত্র না থাকলেও আছে বলে, মৌ-ও তেমনি করে আমার কথায় নেংটি,গরীব,টারজান ইত্যাদি খুঁজে পায়।

আমি তো হা,'এগুলা আবার কখন বললাম তোমারে?'

মৌ বলল,'সব কথা কি মুখে বলতে হয়? বুঝে নিতে হয়।'

আমি বললাম,'তো এটা বোঝনা , আমি তোমারে বৃক্ষ সমঝদার বলতে চাইছি?'

'বুঝেছি, ভালোই বুঝেছি, ভেবেছো তুমি একলা বুদ্ধির হাড়ি- গোপাল ভাড়?'

'দেখলা? গোপাল ভাড় বইলা গাইল দিয়া দিলা?'

মৌ বলল,'একশো বার বলবো, আমাদের টারজান বলে, আমরা কি নেংটি পড়ি?'

আমার অবস্থা তখন বর্ণনাতীত। একে কী করে বোঝাই, আমি ওদের টারজান বলিনি। ভাবছি কি করবো, পাকিস্তানের মোশাররফের মতো "জ্বি হুজুর" তত্ত্ব খাটিয়ে মিটমাট করে নেবো, নাকি দক্ষিন কোরিয়ার মতন গাঁট মেরে বসে থাকবো। শুরুটা আমি করেছি সেটা মানছি। কিন্তু নাই কথাকে আছে বানিয়ে ঝগড়ার শুরুটা তো আমি করিনি।

কম্পিউটারের মতো রিফ্লেকস মেরে আমি শুরু করলাম,'শোনো, প্রথমত আমি তোমারে ছোটো করতে চাই নাই আর দ্বিতীয়ত, তোমার সাথে একটু খানি ঠাট্টাও করা উচিত না। তুমি পিঁপড়ারে ডাইনোসর বানায়ে ফেলো।'

মৌ চোখ মুছতে মুছতে বলল,'আমি মফঃস্বলে ছিলাম বলে, তুমি আমাদের জংলী বানিয়ে দিলে?'

এই আরেকটা নতুন শব্দ আমদানি হলো- "জংলী"

আমি বললাম,'জংলী শব্দ আবার কই থেকা পাইলা, আমি বলতে চাইছি, মফঃস্বলে শহরের চাইতে গাছপালা বেশী.. .. ..'

আমার মুখের কথা খপ করে কেড়ে নিয়ে মৌ বলতে লাগলো,'আমি মফঃস্বল থেকে এসেছি, তো আমার সাথে প্রেম করলে কেন? ঐ যে আছে না তোমার বান্ধবী, কলি না টলি, সারাজীবন শহরে মানুষ, তার সাথে প্রেম করতে।'

'আরে একটা শেষ না হইতে হইতেই আবার আরেকটা নিয়া পড়লা?'

'পড়বো না কেনো? বলো, কলি তোমাকে এখনো ফোন করে না?'

আমি ঢোক গিলে বললাম,'ক..কলি? না, আমাকে ফোন করবে কেন? ওর বয়ফ্রেন্ড আছে না?'

মৌ আমার দিকে এবার গোল গোল চোখ করে তাকালো, ভাবখানা এমন যেন "পাইছি তোরে"। আমি স্মার্টলি চোখে চোখ রেখে তাকিয়ে রইলাম।

মৌ বলল,' ওর বয়ফ্রেন্ড আছে, সেটা তুমি জানলে কেমন করে, ফোনে যদি কথাই না হবে? হ্যাঁ?' আমি বললাম,'কেন অনুমান করা যায়না? বহুদিন ফোন-টোন করে না মানে বয়ফ্রেন্ড জুটছে মনে হয়।'

'মানে? না জুটলে তোমাকে ফোন করতো?'

'আরে ইয়ার্কি পাইছো নাকি? আমি কী বলছি আমারে ফোন করতো?' একটু হাইস্কেলে বললাম আমি। ব্যাস, আর যায় কোথায়, আবারো বর্ষার মৌসুম আসলো! সে বলল,' আমাকে তুমি ধমক দিলে কেন?'

এবার একেবারে 'বিড়াল এবং কুকুর'।

'আরে আরে এটা পার্ক। লোকে কি বলবে?' আমি সময়ক্ষেপ না করে ওর হাত ধরে বললাম,'আচছা বাবা সরি, সরি। আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি এবার কান্না থামাও লক্ষী সোনা, প্লীজ। আমারই সব দোষ। আর শোনো কলি-টলি আমাকে ফোন করে না। এই.. .. তোমার মাথা ছুঁয়ে বললাম। প্লীজ এবার কান্না থামাও।'

মেঘ সরলো, সূর্য উঁকি দিলো। ও বলল, 'সত্যি বলছো,কেউ তোমাকে ফোন করে না?' আমি কপট রাগ করে বললাম,'তুমি আমারে বিশ্বাস করো না?'

মৌ এবার "বিড়ালীয়" ভঙ্গিতে বলল,'হুম, করি। শোনো আমার ক্ষুধা পেয়েছে।'

'হ্যাঁ, তাতো পাবেই, পরিশ্রম তো কম করলা না?'

'মানে?'

' না মানে এই যে আমার সাথে এতোগুলা কথা বললা,ক্ষুধা তো লাগবেই।'

খাওয়া-দাওয়া করে এক ঘন্টা পর মৌকে রিক্সায় তুলে দিলাম। আমি বললাম, 'মিস কল দিও।' ও মাথা নাড়লো।

তারপর এসে বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়ালাম বাসের জন্য। টিউশনিতে যাবো। ভাবতে লাগলাম, এই যে শেষ পর্যন্ত মিটমাট হলো, এটা কি "জ্বি হুজুর" তত্ত্বের জোড়ে? মনটা কেমন খচখচ করতে লাগলো। পরক্ষনেই সেই সম্ভাবনাকে সরিয়ে দিয়ে বা উড়িয়ে দিয়ে সেখানে বসালাম "মা-ই পরম ধর্ম" তত্ত্বটিকে। না, এবার আরাম বোধ করছি।

বাসে উঠে বসেছি ওমনি মোবাইল ভাইব্রেট করা শুরু করলো, রিঙ্গার টোন অফ ছিলো। মৌ এর সাথে যখন "হা-ডু-ডু" খেলছিলাম তখনো কল এসেছিলো দুইবার, ফোন বের করিনি, কে না কে করেছে, শেষে না আবার দ্বিতীয় পর্ব শুরু করতে হয়, সেই ভয়তেই ফোন রিসিভ করিনি। এবার বের করলাম, দেখি কলি ফোন করেছে।

বাটন চাপলাম, কলির কন্ঠ, 'কি রে, কোন চিপায় ছিলি? ফোন ধরস নাই কেন?'

আমি বললাম,'আরে দোস্ত , রিহার্সেল দিতে ছিলাম।'

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

HUB eBazaar

মাছ, মাংস, শাক-সব্জী - সব কিছুই এখন ইন্টারনেটে

www. hvbangladesh.com/ebazaar

মাস্ট কার্টুন

কার্টুন ০ মেহেদী

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

দুঃসংবাদ! দুঃসংবাদ!! দুঃসংবাদ!!!

আহ্সান হাবীব এর

আরো একটি রম্য সঙ্কলন!

"লেখতে লেখতে লেখক!!"

এখন বাজারে!

অন্বেষা

অন্বেষা প্রকাশন

৯ লিয়াকত প্লাজা, বাংলাবাজার, ঢাকা।

DRAGON

CD, DVD, GAME, SOFTWARE & ACCESSORIES
RETAILERS & WHOLE SALERS

WE ALSO RETAIL & WHOLE SALE

PS2 PlayStation.2 GAME BOY ADVANCE XGAME

SHOW ROOM

51 & 59 BANANI SUPER MARKET (1st FLOOR) BANANI, DHAKA, BANGLADESH.
Tel - 8822139, 0171-183990, Fax-880-2-9562006

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

ছিঃ ছিমপুর !

পরিকল্পনা ঃ -
মেহেদী হাবীব
আহসান হক
(ভাইস ভারস
আরকি...হে হে)

বিখ্যাত শিশুতোষ প্রোগ্রাম 'ছিছিম স্ট্রিট' এখন হচ্ছে বাংলাদেশ টেলিবিভিষন ফর্মে। শিশু মহলে নাকি জনপ্রিয়...আর জনপ্রিয় মানেই উন্মাদের পাতায় হাল্কার উপর পাতলা...

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

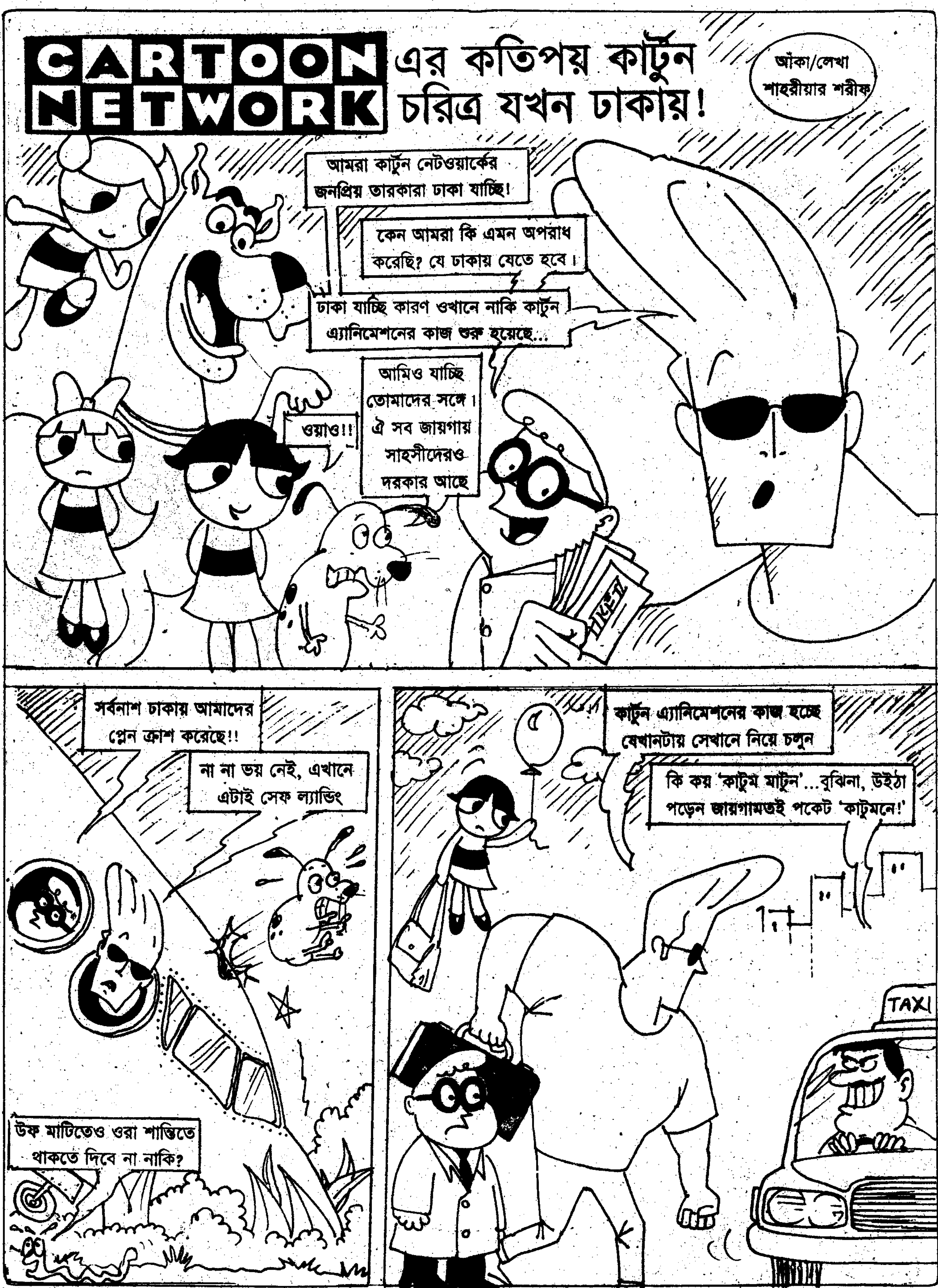

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfbol.com Exclusive!

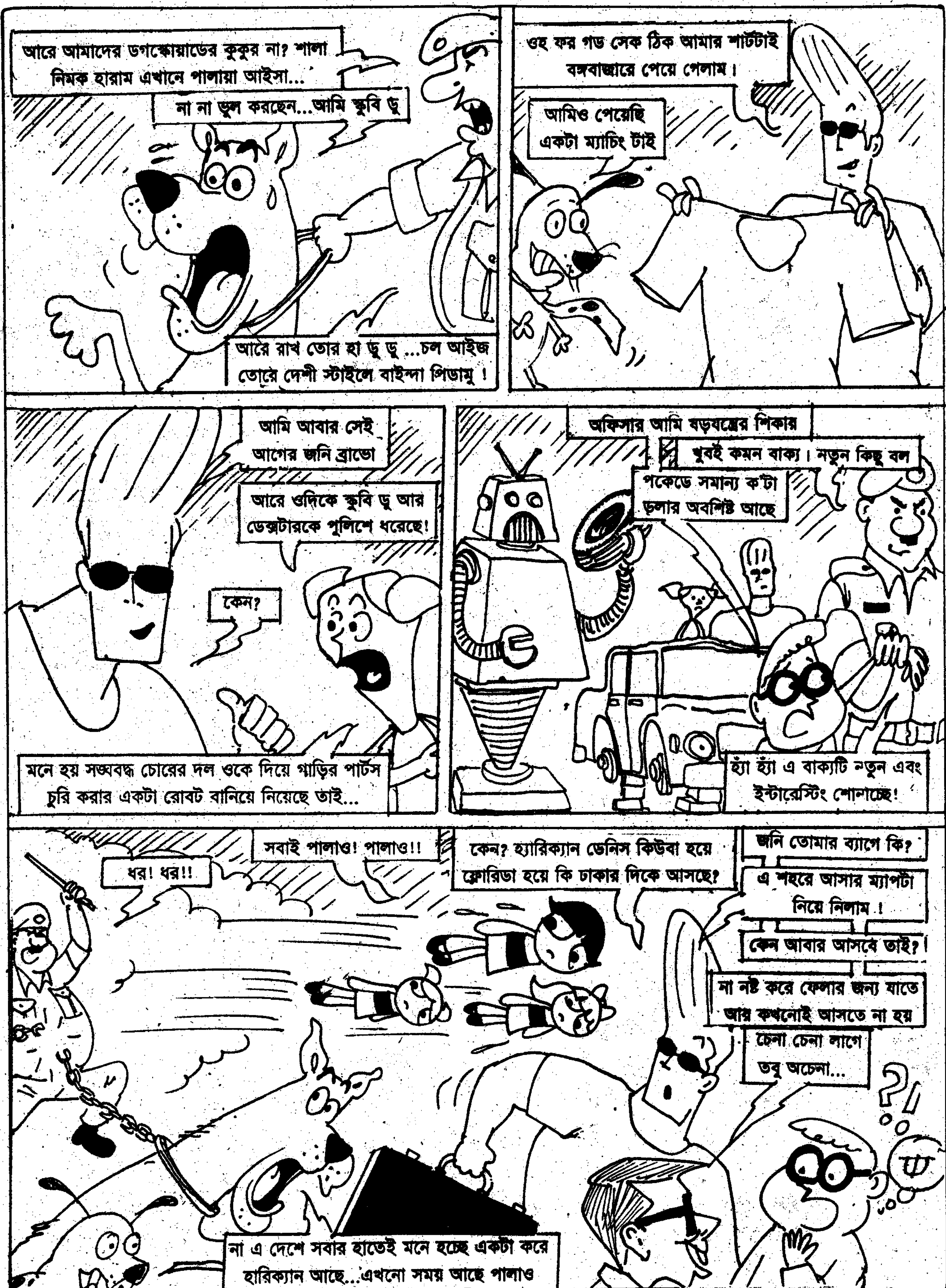

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

সবাই বিদেশ যাওয়ার জন্য পাগল! যেন সব মজা বিদেশের মাটিতে ...কিন্তু আসল মজা যে দেশেই রয়ে গেছে তার খবর কে রাখে? আর সেটা বুঝাতেই এই ডাবল ফ্রেম ফিচার!

কোন দুঃখে বিদেশে যাবেন?

বিদেশে	দেশে

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

সরকারী অফিস আর প্রাইভেট কোম্পানীর অফিস গুলোর মধ্যে যে পার্থক্য তা কে না জানে? আকাশ পাতাল পার্থক্য না হলেও কখনো কখনো তা 'পাতাল আকাশ' পার্থক্য হয়ে দাড়ায়। আর সেটা বুঝতেই এই ডাবল ফ্রেম ফিচার কার্টুন। দেখুন আপনাদের চিন্তার সাথে মিলে যায় কিনা। বা মেলানো যায় কিনা।

আঁকা/লেখা ০ তৌফিক

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

দেশের টপ টেররারাও কিন্তু 'তারকা'। অতএব তারা কেন বিজ্ঞাপন করতে পারবে না? অর্থাৎ বিজ্ঞাপনের মডেল হতে পারবে না? তারা তাদের নামের সঙ্গে যুক্ত বিশেষনের সঙ্গে মিল রেখে কিছু কিছু পণ্যের বিজ্ঞাপন করতেই পারে। আর তাই সেরকম কিছু পণ্যের বিজ্ঞাপন! মডেল, তারকা সন্ত্রসীরা!!

কার্টুন ০ ওবায়েদ

টপটেরর্‌রা যখন মডেল!

কালা নজরুল

কালা নজরুল অনায়াসে করতে পারে আলকাতরা, স্কুল কলেজের ব্ল্যাক বোর্ড, বা চুলের কলব বা কোন কোল মাইনের বিজ্ঞাপন! কিছু না শুধু ক্যামেরার সামনে একবার দাড়ালেই ...

ধলা বদরুল

ধলা বদরুল করতে পারে 'ফেয়ার এন্ড কাবলি' টাইপের যেকোন চামড়া ধলাকরণ ক্রিমের বিজ্ঞাপন যা ব্যবহার করলে মাত্র সাত দিন বা কম পক্ষে এক সপ্তাহে আপনার চামড়া করবে ফর্সা...বিফলে চামড়া তুলে নিব আমরা!!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

তার ছিড়া সাইফুল

দেশ তো এখন তারের উপরেই আছে বিদ্যুতের তার, টেলিফোনের তার, ডিশের তার, ব্রড লাইনের তার, গীটারের তার , হিটারের তার...অতএব তার ছিড়া সাইফুল হতে পারে এই তারের বিজ্ঞাপনের সুপার হিট মডেল!!

টোকাই ওসেন

টোকাই ওসেন হতে পারে দেশের টোকাই সম্পদের মানবিক বিজ্ঞাপনের অমানবিক মডেল । একই সঙ্গে পরিবার পরিকল্পনারও জয়েন্টভেঞ্চার বিজ্ঞাপনের কাজও হতে পারে ।

মাথানষ্ট হাইব্যা

এই পুরাতন সন্ত্রাসী হতে পারে বাজারের সেরা নাটবল্টু ইসক্রুপের সুপার ডুপার ফ্লপ মডেল । অবশ্য যদি না এ বিজ্ঞাপনের ক্যামেরার সামনে দাড়ালে ক্যামেরার ফিল্ম ইত্যাদী জ্বলে পুড়ে ছাড় খাড় না হয়!

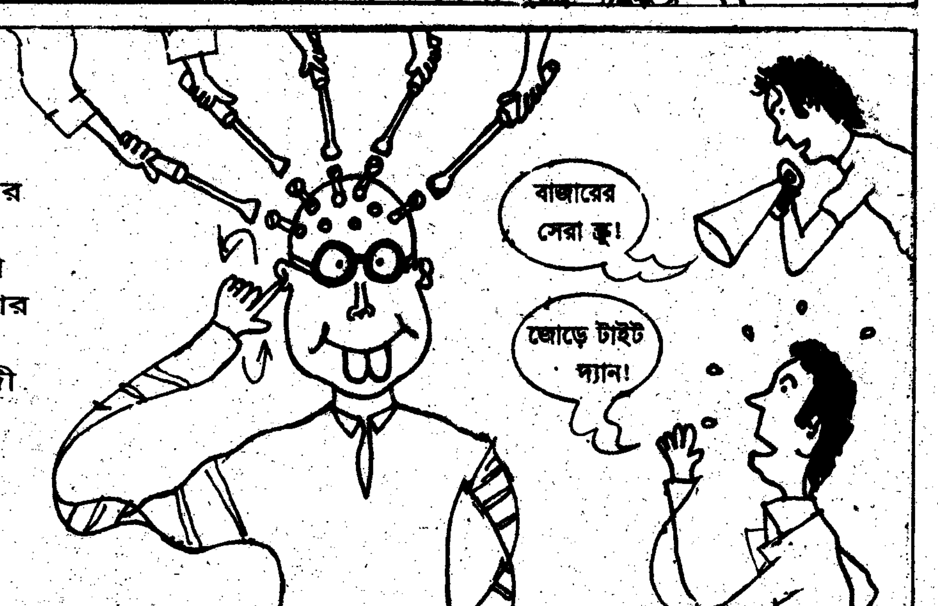

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

পরীক্ষা হলে একদিন...

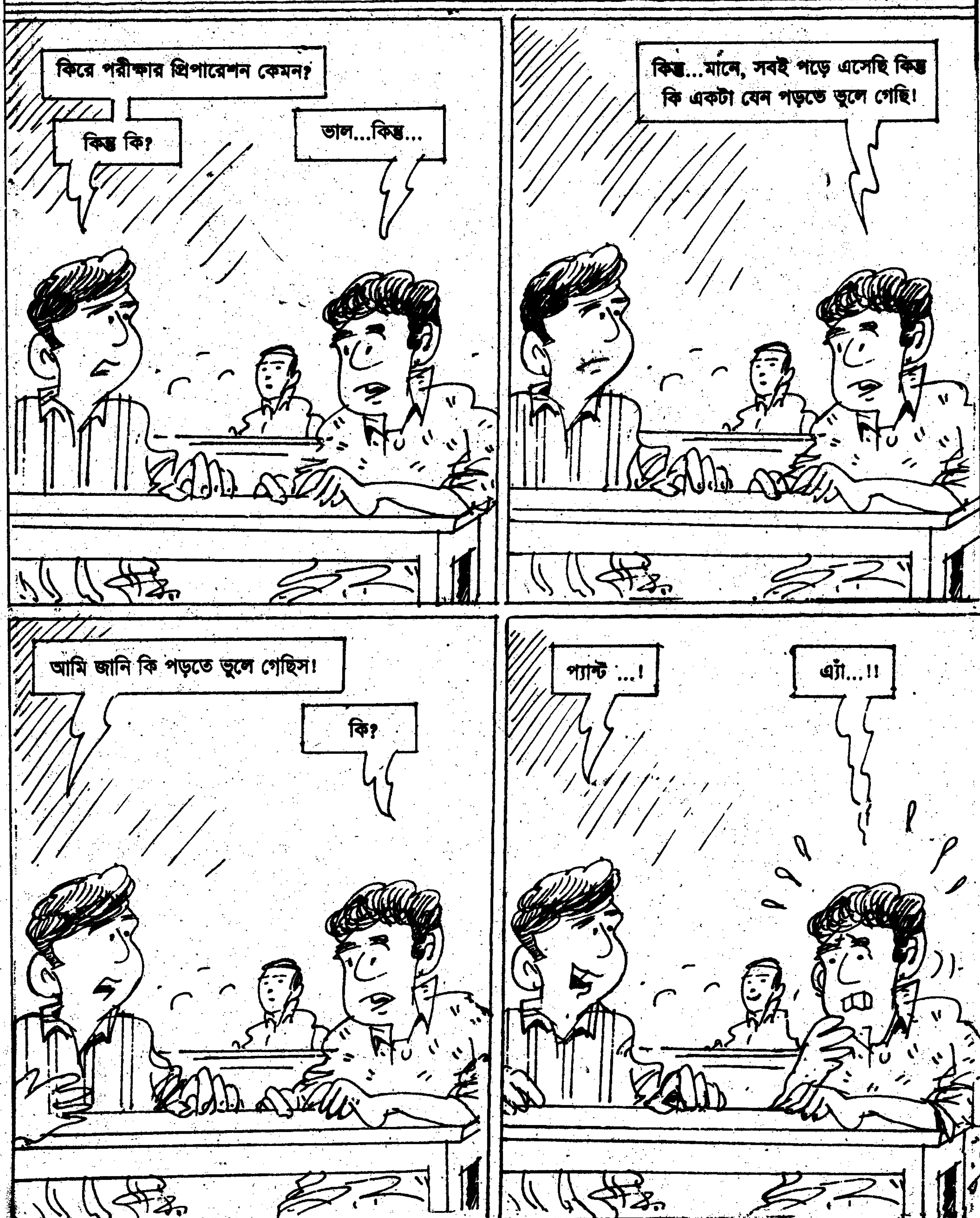

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

আঁকা ঃ টিপু

উন্মাদ দৃষ্টিতে
নানান রং!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

প্র্যাকটিক্যাল জোকস্!

১

সান গ্লাস পরে এক পরিচিত লোক ঐল আমাদের বাসায়। এসেই সান গ্লাস খুলে রেখে বলল ' মাথাটা কেমন করছে বাইরে এত গরম! ' বলে সানগ্লাস রেখে বাথরুমে গেল। আমরা কয়েকজন কাজিন তখন কালো রং দিয়ে কলেজ-এর কি একটা পোস্টার লিখছিলাম। কি দুর্বুদ্ধি চাপল মাথায়। চট করে ওর সানগ্লাসের দইু কাচে কালো রংটা ভাল করে লেপে দিলাম।

টয়লেট থেকে বের হয়ে এসে সেই লোক বসল। কথাবার্তা হল চা খেল। তারপর এক সময় সানগ্লাস হাতে উঠে দাড়াল। সানগ্লাস চোখে দেয়া মাত্র ' ওরে বাবা আমার কি হল! চোখে দেখি না ' বলে বসে পড়ল মাটিতে। আমরা এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠলাম।

চন্দন
টিকাটুলি, ঢাকা।

২

আমাদের বুড়ো দাদাকে সব সময় ঘড়ি ধরে এক গাদা অষুধ খাওয়াতে হয়। দাদা বেশ বদ রাগী।. উল্টা পাল্টা গালাগাল করে। তো ওষুধ খাওয়ানোর দায়িত্বটা আমারই। একদিন আমি কি মনে করে বাসার সবচে ছোট মেয়ে সানুকে অষুধ হাতে দিয়ে পাঠালাম। সেও গুটি গুটি পায়ে ওষুধ নিয়ে গেল দাদার কাছে। দাদা দেখলাম বেশ খুশি। এরপর সানুকে এমন ট্রেনিং দিলাম সবসময় সেই অষুধ নিয়ে যায়। কিন্তু একদিন ব্যাতিক্রম ঘটলো সানু দাদার কাছে গিয়ে হাত থেকে সব অসুধ ফেলে দিল। বদ রাগী দাদা গেলেন ক্ষেপে! চেচিয়ে উঠলেন ' জুতা দিয়ে পেটানো উচিৎ...ইত্যাদী ' জুতা দিয়ে কাকে পেটাতে চাইলেন বোঝা গেল না তবে সানু কি বুঝলো কে জানে কোত্থেকে একটা জুতা নিয়ে এসে ঠাশ ঠাশ করে হতভম্ব দাদাকে মারতে লাগল!

রাজন
শান্তিনগর, ঢাকা।

৩

আমি বঙ্গবন্ধুর ভীষন ভক্ত। তার ৭ ই মার্চের ভাষনটা প্রায় মুখস্ত। একদম তার মত করে মাঝে মাঝে বলে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেই। তো একবার হয়েছি কি। আমার মামীর কি একটা অপারেশন হবে। রক্ত দরকার। কারো গ্রুপের সাথে মিলছে না। আমার সাথে মিলেছে। আমি দু ব্যাগ রক্ত দিলাম সকালে। অপারেশন হবে দুপুরে জটিল অপারেশন। অপারেশনের আগে আগে আমিও গেলাম ক্লিনিকে। আত্নিয়-স্বজন সব দেখি ওটির সামনে ভীড় করে দাড়িয়ে সবার মুখ আমশি মেরে আছে। আমি যে রক্ত দিয়েছি ব্যাপারটা সবাই জানে। হটাৎ আমার মনে হল এই ভীত ভাবটা কাটানো দরকার। আচমকা আমি বঙ্গবন্ধু স্টাইলে আঙ্গুল উচিয়ে বলে উঠলাম ' রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দিব..' সবাই হেসে ফেলল। আপাত গুমোট ভাবটা চট কইে যেন কেটে গেল।

মোঃ আবুল বাসার
লালমাটিয়া, ঢাকা।

৪

আমাদের একান্নবর্তী পরিবারে এক চাচী থাকতেন। নিঃসঙ্গ মানুষ সারাদিন নামাজ রোজা নিয়েই আছেন। একদিন আমি খেয়াল করলাম যে তিনি যে আলমারীটার সামনে দাড়িয়ে নামাজ পড়েন সেখানে বড় একটা আয়না লাগানো আছে। আমি গম্ভীর হয়ে চাচীকে বললাম

- চাচী তুমি কতদিন ধরে ঐটার সামনে দাড়িয়ে নামাজ পড়?
- তা ধর ২০ বছর হবে
- তোমার নামাজ এক রাকাতও হয় নি
- মানে?
- মানে দেখছ না ওখানে আয়না লাগানো? তোমার সমস্ত নামাজ রিফেক্কট হয়ে পুর্ব দিকে চলে গেছে।

চাচি রেগে গিয়ে যা ভাগ ভাগ বলে আমাকে তাড়িয়ে দিলেন। আমিও চলে এলাম। সারাদিন ঘোরাঘোরি করে বাসায় এসে শুনি তুলকালাম কান্ড! চাচী প্রায় পাগলপারা। কি ব্যাপার? তখন আমাকে ধমকে বের করে দিলেও পরে জিনিষটা ঠান্ডা মাথায় ভেবে তার মাথা গরম হয়ে গেছে। তারপর? তারপর আর কি

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

একজন মৌলানা এনে চাচীকে বুঝিয়ে ঠান্ডা করা হয়। চাচীর বিশ বছরের নামাজ রক্ষা হলেও আমার মান ইজ্জত রক্ষা করা গেল না। বাবার নির্দেশে সবার সামনে বিশ বার কানধরে উঠ-বশ করতে হয়েছে!!

সাকিব
বেজপাড়া, যশোর।

৫

আমাদের পাড়ার এক বড় ভাই আছেন সরল টাইপের। তার জীবনের ধ্যান জ্ঞান হচ্ছে বিদেশে যাওয়া। কত কাগজপত্র যে পাঠালেন। তার কোন ইয়াত্তা নেই। কিন্তু সবার যাওয়া হয় তার আর কিছু হয় না। তো আমরা কয়েক বন্ধু মিলে একটা পরিচিত কম্পিউটার দোকান থেকে কিছু ফলস কাগজপত্র রেডি করলাম। এ্যাজ ইফ এগুলো বিদেশ থেকে এসেছে। তারপর একটা বিদেশী খামে ভরে ফলস সিল ছাপ্পর মেরে। পাড়ার পরিচিত পিয়নকে হাত করে ছটকু ভাইয়ের নামে পাঠিয়ে দিলাম।

ক'দিন বাদে ছটকু ভাই আমাদের রাস্তায় আটকালেন। মুড খুব ভাল ' কিরে খবর কি তোদের?'

- আছি একরকম আপনার খবর কি?
- আমি তো সামনের মাসে উড়াল দিচ্ছি।
- বলেন কি? কোথায়?
- কাগজপত্র এসে গেছে। নিউজিল্যান্ড। তবে...একটা অদ্ভুত ব্যাপার কি জানিস। আমি সব প্রায় দেশেই কাগজপত্র পাঠিয়েছি শুধু নিউজিল্যান্ড বাদে অথচ কাগজপত্র এল নিউজিল্যান্ড থেকে...ব্যাপারটা বুঝলাম না। আমরা তখন মনে মনে বলি এই মেরেছে । কথা ঘুরানোর জন্য বলি 'ছটকু ভাই খাওয়ান' ' কি খাবি?' বলে এক রেস্টুরেন্টে নিয়ে গেলেন আমাদের মোগলাই অর্ডার দেয়া হল। ধুমসে খাচ্ছি আমরা । হটাৎ এক লোক আমাদের টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাড়াল
- এই তোমরা বিলটাতো দিলে না। কথাটা বলল আমাদের লক্ষ্য করেই। আমার তখন কলজে উড়ে গেছে আরে এতো আমাদের পাড়ার সেই কম্পিউটার ফার্মের ম্যানেজার।
- কিসের বিল? জানতে চান ছটকু ভাই
- ওরা আপনার নামে কি সব বিদেশে যাওয়ার কি কাগজপত্র কম্পোজ করে নিয়ে গেল...তার বিল!

আমাদের তিন বন্ধুর গলায় এক সঙ্গে মোগলাই আটকে গেল।

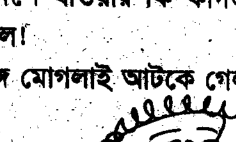

শামসুল আলম
পাইকপাড়া, আহমেদনগর।

৬

আমার এক বন্ধু আছে অসম্ভব ফাজিল আর সাহসী। একদিন ওকে নিয়ে নবাবপুর রোড বাসার জন্য বেশ কয়েকটা তালা কিনলাম। এখন বাসায় ফিরব মীরপুর ১ নম্বর যাব কিন্তু কোন সিএনজি পাচ্ছিলাম না। যাও পাচ্ছিলাম তারা মিরপুর যাবে না। শেষ মেষ আমরা দুজনেই অধৈর্য হয়ে গেলাম। অনেকখানি হেটে একটা সবুজ সিএনজি পেলাম। সেও যাবে না। ভাবখান যেন নবাবজাদা পায়ের উপর পা তুলে সিগারেট খাচ্ছে। আমার বন্ধু মোলায়েম সুরে বলল

- ভাই যাইবেন না কেন?
- যামু না আমার ইচ্ছা। সিএনজি ওলার বলার ধরনে দুজনেরই মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। হটাৎ আমার বন্ধুটি করল কি আমার হাত থেকে তালাগুলো নিয়ে টপাটপ সিএনজির দুদিকের দরজায় মেরে দিল। সিএনজি ওলা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল ' এটা কি করলেন? ' বন্ধুটি মধুর হাসি হেসে গেয়ে উঠল ' খাঁচার ভিতর অচিন পাখি...' এরপরতো ওখানে লোক জমে গেল। ঘটনা দেখে প্রথমে সবাই মজা পেল একচোট হাসল। তারপর সবাই আমাদের পক্ষে সমর্থন দিল। এবং বলা হল ফ্রি মীরপুর নিয়ে গেলে তালা খোলা হবে । শেষ মেষ বিমর্ষ সিএনজি ওলা রাজি হল। আমরা তালা খুলে উঠে বসলাম। রাজার হালে মীরপুর নেমে...না ভাড়া অবশ্য দিলাম তবে দশ টাকা কম।

সোহেল
মাজার রোড, মীরপুর
ঢাকা।

৭

আমার এক বেকুব বন্ধু ফোনে প্রেম করে। এখন তাদের সরাসরি দেখা করার দিন উপস্থিত। সে এসে আমাকে ধরল ' দোস কাল তো ঐ মেয়ের সঙ্গে আমার পার্কে দেখা হবে। '

- ভাল কথা দেখা কর। আমি বলি
- না মানে নিজেকে আরো আকর্ষনীয় করার একটা বুদ্ধ পেয়েছি
- কি?
- আপুর নীল কনট্যাক্ট লেন্স পড়ে গেলে কেমন হয়?
- দারুন হয় (আমি হাসি চেপে বলি)

পরদিন তাদের দেখা করার কথা বিকেলে। কোন একটা পার্কে। বন্ধু দুপুরের দিকে ফোন করল কান্না কান্না সুরে

- দোস জলদি আয় না

গেলাম। গিয়েতো হতভম্ব। কি ব্যাপার? তার দুই চোখে ব্যান্ডেজ বাধা তিন দিন ঐ ভাবে থাকতে হবে চোখের উপরের পাতলা পর্দা নাকি ছিড়ে গেছে। কিভাবে হল? সেই যে চুরি করে বোনের নীল কনট্যাক্ট লেন্স পড়ে পাট নিতে গিয়ে দুই চোখে তাৎক্ষনিক ভয়াবহ এ্যালার্জিক রিএ্যাকশন করে ব্যাড়া ছ্যাড়া অবস্থা। এখন সে আমাকে ধরেছে তাকে ধরে ধরে পার্কে নিয়ে যেতে হবে - কেন এই অবস্থায় যাওয়ার দরকার কি?

- না না, না গেলে ঐ মেয়ে আমাকে চীট ভাববে...ইত্যাদী ইত্যাদী। শেষ মেষ আর কি করা নীল চোখ নিয়ে যে প্রেমিকের যাওয়ার কথা ছিল পার্কে প্রেমিকার কাছে। তাকে যেতে হল দুই চোখে ব্যান্ডেজ বাধা অবস্থায় হাটি হাটি পা পা করে আমার হাত ধরে ধরে...তারপর আর কি পার্কে যা হল সেটাকে আর প্র্যাকটিকেল জোক না বলে বলা দরকার ... প্র্যাকটিকেল ট্রাজিডি

শরীফুর রহমান
জনসন রোড, ঢাকা

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

ছু

আমরা চাকুরীজীবি বেশ কিছু ঘনিষ্ট বন্ধু ঠিক করলাম সবাই সপত্নি বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কোথাও চায়নিজ খাব। যেই কথা সেই কাজ নির্দিষ্ট দিনে ঢাকার একটা নামি দামি রেস্টুরেন্টে খেতে গেলাম। সবাই এল যথাসময়ে। অর্ডারও দেয়া হয়েছে। বেশ বড় পার্টি। তো একজন প্রশ্ন তুলল আমাদের ড্রাইভারদের কি করা হবে? একজন বলল সবাইকে একশ করে টাকা দিয়ে দাও, ওরা বাইরে খেয়ে নিবে। আমাকে দায়িত্ব দেয়া হল ড্রাইভারদের একশ করে টাকা দিয়ে দেয়ার জন্য। মোট পাঁচ জন ড্রাইভার আমি বাইরে গিয়ে সবাইকে টাকা দিয়ে বললাম ' তোমরা কিছু খেয়ে নিও '। তারাও খুশিই মনে হল। ভিতরে এসে গম্ভীর ভাবে আমাদের আরেক গাড়িওয়ালা বন্ধু মুনীরকে (ছদ্মনাম। আসল নাম প্রকাশ করলাম না) ডাকলাম-

- মুনীর শোন

- কি? মুনীর অবাক হয়ে উঠে এল। মুনীরের বউ ও অন্যান্যরাও অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি মুনীরের দিকে একশ টাকা বাড়িয়ে ধরে গম্ভীর ভাবে বললাম ' তুই ড্রাইভারদের সঙ্গে বাইরে কিছু খেয়ে নিস ' এক মুহূর্তে সবাই থমকে গেল যেন। তারপর ব্যাপার বুঝতে পেরে সবাই একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। ব্যাপার হচ্ছে আমাদের মধ্যে মুনীরই একমাত্র ব্যাক্তি যে নিজের গাড়ী নিজে ড্রাইভ করে। সবাই ব্যাপারটাকে ফান হিসেবে নিলেও মিষ্টার এন্ড মিসেস মুনীর ব্যাপারটা সহজ ভাবে নিল না। এটা আরো টের পেলাম যখন ক'দিনপর তারা নতুন ফ্ল্যাট কিনে উঠে গেল তখন সবাইকে দাওয়াত করল কিন্তু আমাকে দাওয়াত করল না। হো হো ....!!

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঢাকা।

৯

তখন এসএসসি পরীক্ষা চলছিল আমাদের। হটাৎ একটি দৈনিক কাগজে দেখি পরের দিন বায়োলজি পরীক্ষা। আমরাতো হতভম্ব। সঙ্গে সঙ্গে কয়েক বন্ধু মিলে বোর্ড অফিসে ফোন করলাম। বোর্ড অফিস থেকে জানাল ভয়ের কিছু নেই ওটা ভুল ছাপা হয়েছে আগামী কাল যে পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল অর্থাৎ ফিজিক্স পরীক্ষা সেটাই হবে। আমরা নিশ্চিত হলাম। ধরে যেন প্রাণটা ফিরে এল কোনরকমে।

পরদিন ফিজিক্স পরীক্ষা দিতে গেলাম কি মনে করে সঙ্গে দৈনিক পত্রিকাটি (যেখানে ভুল করে ছাপা হয়েছে আজ বায়োলজি পরীক্ষা) সঙ্গে নিয়ে গেলাম। হলে আমাদের সিরিয়াস টাইপের এক বন্ধু এসে বলল

- দোস্ কোনটা কোনটা পড়ে এসেছিস? আমি গম্ভীর হয়ে বললাম

- জীবকোষটা ভাল করে পড়েছি আর স্নায়ুতন্ত্রটাও ডিটেইলস পড়ে এসেছি

- মানে? তুই কি বলছিস আজ কি পরীক্ষা?

- কেন বায়োলজি

- বায়োলজি??

- কেন তুই জানিস না? বলে আমি তৎক্ষনাৎ গতকালের পত্রিকাটি বের করলাম। যেখানে ভুল করে লিখেছে আজ বায়োলজি পরীক্ষা আমাদের সিরিয়াস বন্ধু এক নজর দেখল তারপর একটা গগন বিদারী চিৎকার দিয়ে মাটিতে বসে পড়ল...! তারপর আবার লাফিয়ে উঠে ছুটে বেরিয়ে গেল চিৎকার করতে করতে। বোধ হয় রাস্তায় গিয়ে কোন ধাবমান ট্রাকের সামনে দাড়ানোর জন্যই। আমরা দেরী করলাম না লাফ দিয়ে ওকে ধরে ফেললাম। আর ঠিক তখনই পরীক্ষার ঘন্টা পড়ল... আমরা সব ছুটলাম পরীক্ষা দিতে। তবে না পরে বায়োলজি থুরি ফিজিক্স পরীক্ষা সে ভালই দিয়েছিল।

ওয়াহিদ
ঝিকাতলা, ঢাকা।

১০

আমাদের কলেজ জীবনে দুই বন্ধু ছিল একজন বিরাট লম্বা আরেকজন সিরিয়াস বাটকু। কিন্তু দুজনে আবার গলায় গলায় ফ্রেন্ডশীপ। দুজনের মধ্যে আরেকটা ব্যাপারে খুব মিল ছিল তারা দুজনেই সিরিয়াস নকলবাজ ছিল। তারা যেন পণই করেছে কখনো কোন পরীক্ষায় পড়ে পাশ করবে না, বাই হুক অর ক্যাপ্টেন জেমস কুক নকল করে পাশ করবে।

তো এক পরীক্ষার আগে আগে কি কারণে তাদের মধ্যে সিরিয়াস ঝগড়া হয়ে গেল। আমরা ভাবলাম এবার ওদের কি হবে? কিভাবে নকল করবে! তারা দুজন আবার 'দুজনে দুজনা পদ্ধতিতে' নকল করে। তো প্রথম পরীক্ষার দিন নিয়মানুযায়ী লম্বু বের হয়ে গেল। বাথরুমে গিয়ে বই দেখে আসবে তারপর বাটকুকে ইশারা করবে সেও বের হয়ে যাবে। আমরা ভাবলাম এবার কি হয় দেখা যাক। কিন্তু দেখা গেল ফিরে এসে লম্বু ঠিকই বাটুককে ইশারা করল বাটুকও দেখলাম একটু অবাক হল। বোধ হয় সেও আশা করে নি যে লম্বু তাকে ইশারা করবে যে 'বাথরুমে নকলের বই রেডি আছে তুই যা ।'

তো বাটকুও চট করে বের হয়ে গেল। আমরা ভাবলাম তাহলে বোধহয় পরীক্ষার আগে আগে তাদের ঝগড়া মিটে গেছে। কিছুক্ষন বাদে বাটকু ফিরে এল ভাবে সাবে মনে হল সিরিয়াস ক্ষেপেছে।

পরে পরীক্ষা শেষে দুজনে হাতাহাতি হবার উপক্রম! কি ব্যাপার? অনুসন্ধান করে জানা গেল যে লম্বু বাথরুমে বই রাখার ইশারাটা ঠিকই দিয়েছিল কিন্তু বাটকু টয়লেটে গিয়ে দেখে সে মানে লম্বু ইচ্ছে করে নকলের বইটা রেখেছে অনেক উপরে যেন বাটকু নাগাল না পায়! ফলে বাটকু নাগাল পায় নি বলে নকল করাও হয় নি।

সাইফুল আলম
ঝালকাঠি , বরিশাল। ০০

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

সামান্য বৃষ্টিতে ঢাকা অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আর এ নিয়ে জনগনের দুর্ভোগের সীমা নেই। এর কোন প্রতিকারও নেই। কিন্তু এর কি কোনই সুবিধা নেই? আছে, আমরা বেশ কিছু সুবিধা খুঁজে বের করেছি। তাই নিয়ে এই এক পাতার ফিচার...

জলে অবরুদ্ধ ঢাকার কিছু সুবিধা!!

মারুফ রেহমান

- ☐ এক নম্বর সুবিধা হচ্ছে পয়সা খরচ করে সুইমিং পুলে ভর্তি হয়ে আর সাঁতার শিখতে হবে না। বাসার সামনেই দাপাদাপি করে সাঁতার শেখা হয়ে যাবে।
- ☐ দুই নম্বর সুবিধা হচ্ছে অলিতে গলিতে নৌকা চলে বলে নিজের এলাকাটাকে তখন ভেনিস শহর মনে হবে। পয়স খরচ করে ভাগ্যান্বেষনে ইতালী না গিয়ে ঢাকাতেই...।
- ☐ এ্যাপার্টমেন্টের ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু বা আত্মহত্যার চেষ্টা বিফলে যাবে। কারণ নিচে তো থই থই পানি... পানি আর পানি।
- ☐ নোংরা পানির কারণে গায়ে নানান ধরণের স্কিন ডিজিজ হবে তখন 'চর্ম ও ...' রোগের ডাক্তারদের পোয়া বারো...প্রথম ভিজিট ৩০০ টাকা দ্বিতীয় ভিজিট ২০০ টাকা... তারপর নিজের ফার্মেসীর দামি দামি বিদেশী অষুধতো আছেই।
- ☐ সবসময় নৌকা চলাচলের কারণে চিরন্তন আবহমান বাংলার একটা ভাব চলে আসবে শহরে থেকেই!
- ☐ ঢাকার অবরুদ্ধ পানিকে বন্যা বলে প্রচার করে দিব্যি বিদেশী সাহায্য পাওয়া যেতে পারে।
- ☐ ঘরের জনালা দিয়ে বর্শি ফেলে সব ধরনের তাজা মাছ ধরতে পরবেন। পানি ঠেলে কষ্ট করে বাজারে গিয়ে আর পঁচা মাছ কিনতে যেতে হবে না।
- ☐ সিএনজির পিছনে সার্ফিং বোর্ড বেধে দিব্যি আপনার এলাকার মধ্যেই সার্ফিং করতে পারেন।
- ☐ পাশের বাসার অপ্সরী তরুনীকে প্রেম পত্র দিতে ছোট ভাইকে ঘুষ দিয়ে রিক্স নিয়ে পত্র পাঠানোর বদলে চিঠি লিখে ঐ কাগজে নৌকা বানিয়ে ভাসিয়ে দিলেই হল।
- ☐ সাতাশ বছরের জমানো উন্মাদ লজ্জায় বেঁচতেও পারছেন না যে আশে-পাশের পাবলিক বুঝে যাবে যে আপনি উন্মাদ পাঠক। এই চান্সে রাতের অন্ধকারে চামে সব উন্মাদ ডুবিয়ে দিন। কেউ জানতেও পারবে না তারপর দেশী নিউজপ্রিন্ট পানিতে গলতে আর কতক্ষন?

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

বিদেশী কার্টুন

জাপিরোর কার্টুন

জোনাথন শাপিরো ওরফে জাপিরো সাউথ আফ্রিকার অন্যতম রাজনৈতিক কার্টুনিস্ট। শুরুতে পেশায় তিনি ছিলেন একজন আর্কিটেক্ট। কিন্তু পরবর্তীতে বাধ্যতামূলক ভাবে তাকে আর্মীতে যেতে হয়। যদিও তিনি সেখানে অস্ত্র বহন করতে অস্বিকৃতি জানান। সেই সময়ই তিনি রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ হন। ইউডিএফ (ইউনাইটেড ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট) এর সঙ্গে সংযুক্ত হোন। পরে তার জেল হয়ে যায়। জেল থেকে বের হয়ে কিছু দিন আত্মগোপন করে থাকেন। পরে 'সাউথ' পত্রিকায় কার্টুনিস্ট হিসেবে জয়েন করে।

কিভাবে কার্টুনিস্ট হলেন এই প্রশ্ন করলে তিনি বলতেন ছোট বেলায় তার মা তাকে ছবি আঁকতে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলতেন 'তুমি তোমার রাতের দুঃস্বপ্ন গুলোকে কেন আঁকছ না?' তখন সেই রাতের ঘুমের ভিতরে দেখা রাক্ষস খোক্কস আঁকতে গিয়েই যেন হয়ে যেতে লাগল সব কার্টুন।

আর রাজনৈতিক কার্টুন আঁকতে শুরু করেন আর্মীতে থাকার সময়। যখন তার ভিতর রাজনৈতিক চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটে। এখন পর্যন্ত তিনি সাউথ আফ্রিকার জনপ্রিয় কার্টুনিস্ট। উন্মাদের পাঠকদের জন্য এখানে তার কিছু কার্টুন ছাপা হল।

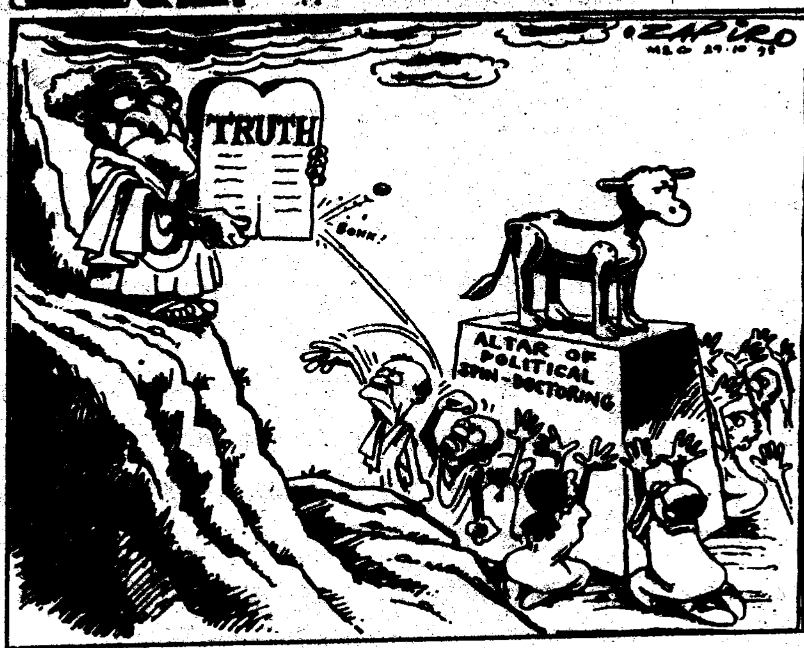

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

banglapdfboi.com Exclusive!

জনপ্রিয় গানের সাইড রি-এ্যাকশন

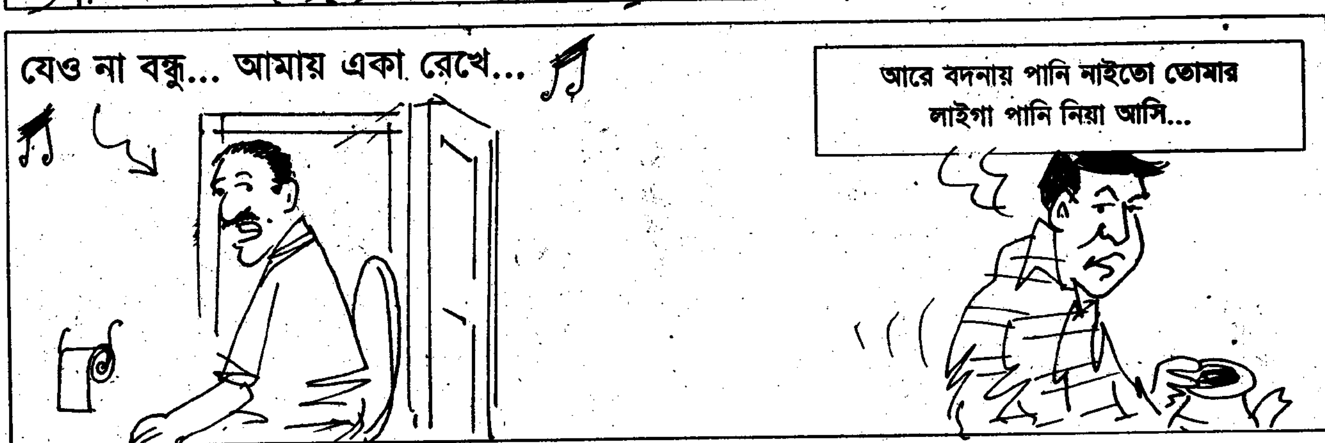

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

ধিক ধিকি ...আগুন জ্বলে...
ধিকি ধিকি না টেংরা টিলায় যে আগুন জ্বলছে গ্যাস ফিল্ডের একটা লেয়ার বোধ হয় শেষ!
চুরি করেছ ... আমার মনটা...
কি উল্টাপাল্টা কও মিয়া? ৪০ সের ওজন মাথায় লয়া যাইব একটা মেয়ে মানুষ??
তোমার হাত পাখার বাতাসে...প্রাণ জুরিয়ে আসে...
কি কস ব্যাডা? সারা দেশে তাপ প্রবাহ... এসি দিয়া আগুন বাইরাতাছে...
আমার গরুর গাড়িতে...বৌ সাজিয়ে...
গরুর গাড়িতে বৌ নিবা? তা নেও, লগে কাবিনের ট্যাকাডা রেডি রাইখ কইলাম!

একটি বদনার আত্মকাহিনী

পারিসা গিয়াস

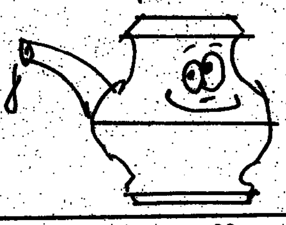

পাঠক হয়তো ভাবছেন বদনার আবার আত্মকাহিনী কিসের? বাঙালীর কাছে বদনা খুবই পরিচিত এবং একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও নিত্যব্যবহার্য বস্তু তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেকের বাড়ির বাথরুমে একটি করে বদনা পাওয়া যায়। এই বদনা যে অতি প্রয়োজনীয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এর আবার আত্মকাহিনীর কি থাকতে পারে? কিন্তু পাঠক সকল আমি হলাম একজন সৌভাগ্যবান (!) বদনা। আমার জীবন কাহিনী আর দশটা বদনার মত সাধারণ নয়। কেন ও কি করে সৌভাগ্যবান হলাম তা নিশ্চয়ই জানবার জন্য আপনারা উদগ্রীব হচ্ছেন। তাহলে আমার আত্মকাহিনীটি আপনাদের সামনে পরিবেশন করছি।

প্রথমে আমার জন্মস্থান আকার আকৃতি ও প্রকৃতি সম্পর্কে জ্ঞাত করি। আমি হচ্ছি আধুনিক বদনা। অর্থাৎ প্লাস্টিকের তৈরী। আর যারা সেকেলে বদনা তারা হচ্ছে দস্তার কিংবা লোহার তৈরী।

যাহোক আমার জন্ম ঢাকার অদূরে অবস্থিত 'কুদ্দুস প্লাস্টিক কারখানায়'। সেখানে আমার এবং আমার আরও বন্ধুদের জন্ম হয়। (জানিনা তারা এখন কোথায়, কিভাবে কার বাথরুমে ব্যবহৃত হচ্ছে ! এরপর আমাদের অনেকগুলো ভাগে ভাগ করে বিভিন্ন প্লাস্টিকের বিক্রেতাদের কাছে চালান করে দেয়া হল। ফলে আমরা অনেকেই আলাদা হয়ে গেলাম। কেউ গেল মোহাম্মদপুর বাজারে, কেউ গেল আগোরার প্লাস্টিক সেকশনে আর আমি এবং সাথে ডজন খানেক বন্ধু আসলাম উত্তরার এক বাজারে।

আমাদের প্রথম মালিক আমাদের প্রত্যেককে দশ টাকা দামে কিনে নিলেন তারপর দোকানে সাজিয়ে রাখলেন। প্রথম দিনেই আমার কিছু বন্ধু বিদায় নিল। অর্থাৎ তারা বিক্রি হয়ে গেল। দ্বিতীয় দিনে এক লোক এসে ২৫ টাকা করে আমাকে ও সাথে আমার আরেক বন্ধুকে কিনে নিয়ে গেল। তখনও জানতাম না যে আমার জন্য কত বড় সৌভাগ্য অপেক্ষা করছে। যে বাসায় গেলাম সে বাসাটা দেখতে খুব সুন্দর। ভাবলাম যাক ভাল জায়গাতেই এসেছি। আমরা দুই বন্ধুই খুশি হলাম। কিন্তু আনার পর আমাদের স্থান বাথরুমের কমোডের পাশে হলো না। আমাদেরকে যে ভাবে কিনে আনা হয়েছিল সেভাবেই প্যাকেটে ভরা অবস্থায় এক কোনায় রেখে দেয়া হল। প্রথমে এর কারণ বুঝতে পারিনি। পরে জানতে পারলাম যে আমাদের যাত্রা দোকান থেকে এসে এই বাসাতেই শেষ হয়ে যায় নি। জানতে পারলাম জনৈক ভদ্রমহিলা স্পেশাল অর্ডার দিয়ে আমাদেরকে নিতে বলেছেন সুদুর কানাডায়! একি স্বপ্ন না সত্যি (মানুষের মত হাত থাকলে না হয় চিমটি কেটে দেখতে পারতাম!) দোকানে থাকার সময় লোকজনকে বলতে শুনেছি, কানাডা আমেরিকা অনেক বড় দেশ । সেখানে কি সবাই যেতে পারে? পাসপোর্ট ভিসা লাগে আরও কত ঝামেলা কত মানুষ দিনের পর দিন অপেক্ষা করতেই থাকে ভিসার জন্য কিন্তু ভিসা পায় না। আর আমি পাসপোর্ট ভিসা ছাড়াই চলে যাচ্ছি । একি কম সৌভাগ্য! যাই হোক এরপর কিনে আনার পর আমাকে ও আমার বন্ধুকে এক সাথে একটা প্যাকেটে যত্ন করে রেখে দেয়া হল। অনেকেই যারা সেই বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিল তারা আমাদেরকে ঐ অবস্থায় দেখে অবাকই হয়েছিল। তারা অবশ্য সবাই সেই কানাডায় বসবাসরত জনৈক ভদ্রমহিলার আত্মিয়স্বজন। ঘটনা শুনে তারা অনেক রসিকতা করলেন। তাতে আমি একটু অপমানিত বোধ করলাম। এছাড়াও আগত মেহমানরা আমাদের দেখে হাসাহাসি শুরু করলেন । একজন তো বলেই ফেললেন '১০ টাকার বদনি নিল ২৫ টাকা! এত দাম কি প্লাস্টিকের বদনার হয়?' আরেকজন টিপ্পনি কেটে বলল, 'আরে আপা এই বদনা যাচ্ছে কানাডা এর একটা দাম আছে না? তাও আবার যে সে কারও বাসায় যাচ্ছে না, নিউব্রান্সউইক ইউনিভার্সিটির প্রফেসরের বাসায় যাচ্ছে।' জনৈক মহিলার এ কথাটি শুনে আমার অনেক রাগ উঠেছিল। প্লাসটিকের বদনা বলে কি আমার কোন দাম থাকবে না? পরক্ষনেই ভাবলাম আরে এতে এত রাগ করার কি আছে? কানাডা যাওয়ার সৌভাগ্য কতজন বদনার হয়? মনে মনে একটু গর্বও বোধ করলাম। কেননা যে বাসায় যাচ্ছি তা আবার যে সে কারও বাসা নয়। প্রফেসরের বাসায়! কি সৌভাগ্য (কে জানে হয়ত এই চান্সে একটু লেখাপড়াও শিখে ফেলা যাবে তখন আমি আমার আত্মকাহিনী লিখতে পারবো যা পরে আগামী প্রজন্মের বদনারা পড়ে উৎসাহিত হবে।)

এরপর কিছুদিন আমরা দুইজন চুপচাপ এক কোণে পড়ে রইলাম। বেশ ভালভাবেই ছিলাম আমরা । আমাদের দিকে কেউ বিশেষ নজর দিল না। তারপর একদিন ঘনিয়ে এল আমাদের কানাডা যাওয়ার দিন। দিনটি ছিল ১৬ই ফেব্রুয়ারী। রাত দেড়টায় কানাডার ফ্লাইট। আস্তে আস্তে সব জিনিষের সাথে আমাদেরকেও স্যুটকেসে তোলা হল। তবে এই পর্বে আমার বন্ধুর সাথে বিচ্ছেদ ঘটে। তাকে আরেকটা সুটকেসে তোলার জন্য নিয়ে যাওয়া হল। আমাদেরকে নেয়া নিয়ে আমাদের বহনকারী কিছুটা বিরক্তবোধ করছিলেন। একজন লোক যে কিনা সব প্যাক করছিলেন আমাকে বার বার স্যুটকেসে ঢোকাচ্ছিলেন আর বের করছিলেন। কেননা সুটকেসে জায়গা হচ্ছিল না। তাই দেখে আরেকজন মানা করছিলেন 'না নিলেই তো হয়।' আমি ভয় পেয়ে গেলাম। তাহলে কি এত প্রতিক্ষার পর সেই স্বপ্নের দেশ কানাডায় আমার যাওয়া হবে না? আৎকে উঠলাম আমি তবে ভাগ্য ভাল শেষ পর্যন্ত আমাকে সুটকেসে আঁটানো গেল। শুনতে পেলাম আমার বন্ধু বদনাটির যাওয়া এখনও প্রায় অনিশ্চিত তাই শুনে একটু শঙ্কিত হলাম মনও খারাপ হল। তবে তা স্থায়ী হল না। খবর পেলাম আমার বন্ধুটিও আরেকটি সুটকেসে জায়গা করে নিয়েছে। অতঃপর সুটকেসের তালা বন্ধ করে গাড়িতে উঠানো হল। । রাত ১১ টায় আমরা এয়ারপোর্টের দিকে রওনা দিলাম। এয়ারপোর্টে পৌছানোর পর সুটকেসগুলো নামানো হল টের পেলাম। খুব ইচ্ছে ছিল জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরটি নিজের চোখে দেখি। কিন্তু সুটকেসের ভিতরে থাকায় তা সম্ভব ছিল না, কিন্তু না দেখতে পেলেও অনেক শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম তাই বুঝলাম অনেক মানুষ এখানে। ভাবলাম ইশ দেখতে পেলে জীবন ভাল লাগত। আরও শুনতে পেলাম বিভিন্ন ভাষার মানুষের কথা যার এক বর্ণ বুঝলাম না। বোঝার চেষ্টাও করলাম না। তারপর আমাদের বহনকারী অন্যান্য মাল পত্রের সাথে চেক ইন করে চলে এলাম প্লেনের মালবহন করার জায়গায়।

সুটকেসে অনেক জিনিসের চাপাচাপিতে আমার চ্যাপ্টা হওয়ার অবস্থা। একে তো প্লাস্টিকের তৈরী । কানাডায় যেতে যেতে চিড়ে চ্যাপ্টা হয়ে শেষে কোমরটাই না ভেঙে যায় ! চাই কি নাকটাও বেঁকে যেতে পারে। অনেক পথ জার্নি করে এসে থামলাম লন্ডনের হিথরো এয়ারপোর্টে (সুটকেসের ভিতর থাকায় সবকটা বুঝতে পারছিলাম না) সেখানে কিছুক্ষন যাত্রাবিরতির পর আবার আমাদের প্লেনে তোলা হল। এরপর ১৮ই ফেব্রুয়ারী (যেহেতু আমাদের কানাডায় পৌছানোর কথা ছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারী তাই বুঝতে পারলাম) গিয়ে পৌছলাম কানাডায়। সুটকেসের ভিতরে থাকায় বাইরের কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। তবে আমার বহনকারীদের কথোপোকথনে বুঝলাম বাইরে অনেক শীত। তখন মনে হল সুটকেসের ভিতর আমি অনেক আরামেই আছি।

আসার সময় প্রথমে সুটকেসের অন্যান্য জিনিষপত্র আমাকে হেয় করেছিল, পরে অবশ্য তাদের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে যায়। তাদের সাথে কিছুদিন কাটালাম সুটকেসের ভেতর বন্দি অবস্থায়। অবশ্য বন্দী মনে হচ্ছিল না। বেশ আরামেই ছিলাম বাইরে থাকার তুলনায়। কেননা বাইরে অনেক শীত নতুন বন্ধু পেলেও আমার পুরান বন্ধু বদনাকে খুব 'মিস' করছিলাম। (এর মধ্যে আমি কয়েকটি ইংরেজি শব্দ শিখে ফেলেছি) । কিন্তু ওর সাথে দেখা হওয়ার বা কথা বলার কোন সুযোগ ছিল না।

কিছুদিন পর বাইরের আলো দেখতে পেলাম। অর্থাৎ আমাকে সুটকেস থেকে বের করা হল। আলোতে কিছুক্ষনের জন্য চোখ ধাধিয়ে গেলেও একটু পরে সয়ে গেল। দেখতে পেলাম আমার বন্ধুটিও বের হয়েছে। তার সাথে কুশলাদি বিনিময় করলাম। এরপর জানতে পারলাম আমাদেরকে বাই পোস্টে আমাদের আসল গন্তব্যে পৌছানো হবে। আমি আমার সুটকেসের অন্যান্য বন্ধুদের বিদায় জানালাম। এরপর আমাদের দুই জনকে সুন্দর করে প্যাক করা হল। প্যাক করে তাতে স্ট্যাম্প লাগিয়ে পোস্ট করা হল ফ্রেডারিকটন।

কয়েক ঘন্টা পর মন্ট্রিয়েল শহর থেকে ফ্রেডারিকটনে পৌছলাম। এখানে আমাদের সহ প্যাকটটিকে কেউ গ্রহণ করলেন । এরপর আমরা মুক্ত হলাম। আমরা আমাদের গন্তব্যে পৌছে গেলাম। আমাদের আসল মালিক যে ভদ্রমহিলা আমাদের পেয়ে দারুন খুশি হলেন এবং আমাদের বহনকারীকে ফোন করে ধন্যবাদ জানালেন। বুঝতে পারলাম ইনি প্রফেসর সাহেবের ওয়াইফ। এরপর তিনি আমাদের দুই জনকে দুটি সুদৃশ্য টাইলস বসানো বাথরুমে নিয়ে গেলেন আমি এত সুন্দর বাথরুম দেখে অভিভূত হলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি এত সুন্দর বাথরুমে জায়গা হবে। আমাকে একটি সুদৃশ্য কমোডের পাশে স্থাপন করা হল। এটিই হল আমার গন্তব্য এবং থাকার স্থায়ী জায়গা। যা পেয়ে আমি অত্যন্ত খুশি হলাম।

আস্তে আস্তে আমার আরও অনেক নতুন বন্ধু হল। তারা অবশ্য সবাই বিদেশী । যেমন - বিদেশী সাবান, বিদেশী শ্যাম্পু, বিদেশী লোশন, বিদেশী টয়লেট ক্লিনার ইত্যাদী। তারা আমাকে দেখে প্রথমে খুব অবাক হয়েছিল । প্রথমে ওদের কথা বুঝতাম না। আমি আবার বাংলাদেশী বদনা কিনা। আস্তে আস্তে ওদের ভাষাটা রপ্ত করলাম। সাথে কিছু লেখাপড়াও।

আমার মালিকটি বেশ হাসিখুশি মহিলা। তার সাথে রোজই দেখা হত। তিনি আমাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে ব্যবহার করতেন। প্রফেসর সাহেবের সাথেও রোজই দেখা হত। তাকে দেখলে আমার খুব ভাল লাগতো। একজন জ্ঞানী মানুষের সাক্ষাৎ পাওয়াতো কম কথা না।

নতুন বন্ধু পেলেও আমি আমার বন্ধু বদনাকে ভুলিনি। মাঝে মধ্যে যখন বাথরুম পরিস্কার করা হয় তখন আমার ওর সাথে দেখা হয়। তারও নাকি অনেক নতুন বন্ধু হয়েছে। বাথরুম ধোয়া শেষ হলে আবার যে যার স্থানে ফিরে যেতাম।

আমার নতুন বন্ধুদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙালীও ছিল। যেমন একটা বাংলাদেশী পাপোস আর তোয়ালে গুলো, তাদের কাছ থেকে বাংলা লেখা শিখে নিলাম। আমার তোয়ালে বন্ধু আমাকে আমার আত্মজীবনী লেখার অনুপ্রেরণা দেয়।

বর্তমানে আমি আমার আত্মজীবনীটি লিখছি। লেখাটি শেষের পথে। লেখা শেষ হলে এটিকে কমোডে ফ্লাশ করে দেব। এই বাথরুমে কয়েকটি উন্মাদ পত্রিকা আছে । রাত্রে বেলা প্রায়ই এই পত্রিকা পড়তাম ঘুম না আসলে। সেখানে থেকে জানতে পারি বাংলাদেশে এরকম একটি পত্রিকা আছে যাদের কাছে কিছু পাঠাতে হলে কমোডে ফ্লাশ করে দিলেই হয়। কমোডের সাথে আমার ঘনিষ্ট বন্ধুত্ব থাকায় সে আমার লেখাটি ফ্লাশ করতে সানন্দে রাজি হয়। আমার লেখাটি উন্মাদে ছাপা হলে ভবিষ্যৎ বদনারা এটি পড়ে অনুপ্রাণিত হবে বলে আশা রাখি। ০০

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

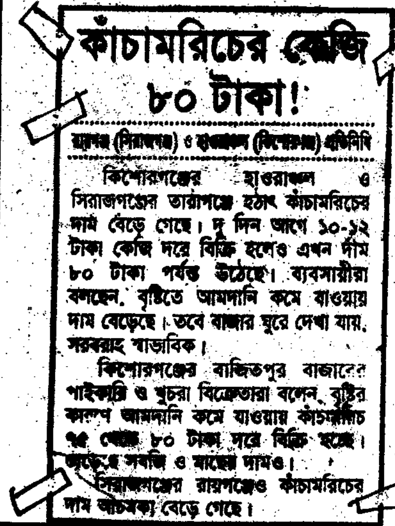
কাঁচামরিচের কেজি ৮০ টাকা!
রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) ও হাওরাঞ্চল (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি
কিশোরগঞ্জের হাওরাঞ্চল ও সিরাজগঞ্জের তারাগঞ্জে হঠাৎ কাঁচামরিচের দাম বেড়ে গেছে। দু দিন আগে ১০-১২ টাকা কেজি দরে বিক্রি হলেও এখন দাম ৮০ টাকা পর্যন্ত উঠেছে। ব্যবসায়ীরা বলছেন, বৃষ্টিতে আমদানি কমে যাওয়ায় দাম বেড়েছে। তবে বাজার ঘুরে দেখা যায়, সরবরাহ স্বাভাবিক।

কিশোরগঞ্জের বাজিতপুর বাজারের পাইকারি ও খুচরা বিক্রেতারা বলেন, বৃষ্টির কারণে আমদানি কমে যাওয়ায় কাঁচামরিচ ৭৫ থেকে ৮০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। বেড়েছে সবজি ও মাছের দামও।

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জেও কাঁচামরিচের দাম আচমকা বেড়ে গেছে।

কাঁচামরিচের কেজি আশি টাকায় উঠেছে!! কাঁচামরিচ এখন সেলিব্রেটি সব্জি আর তাই কাঁচামরিচ নিয়ে এই জরুরী উন্মাদীয় ফিচেল ফিচার!

আহসান হাবীব

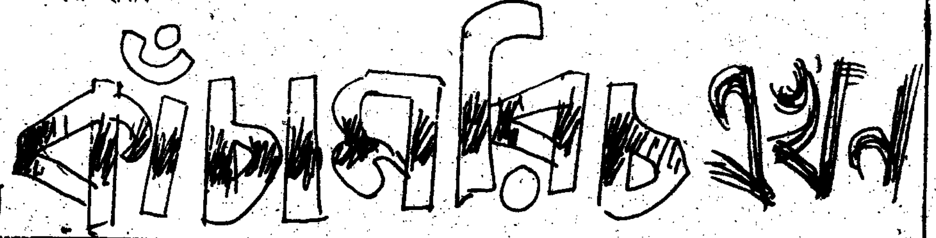

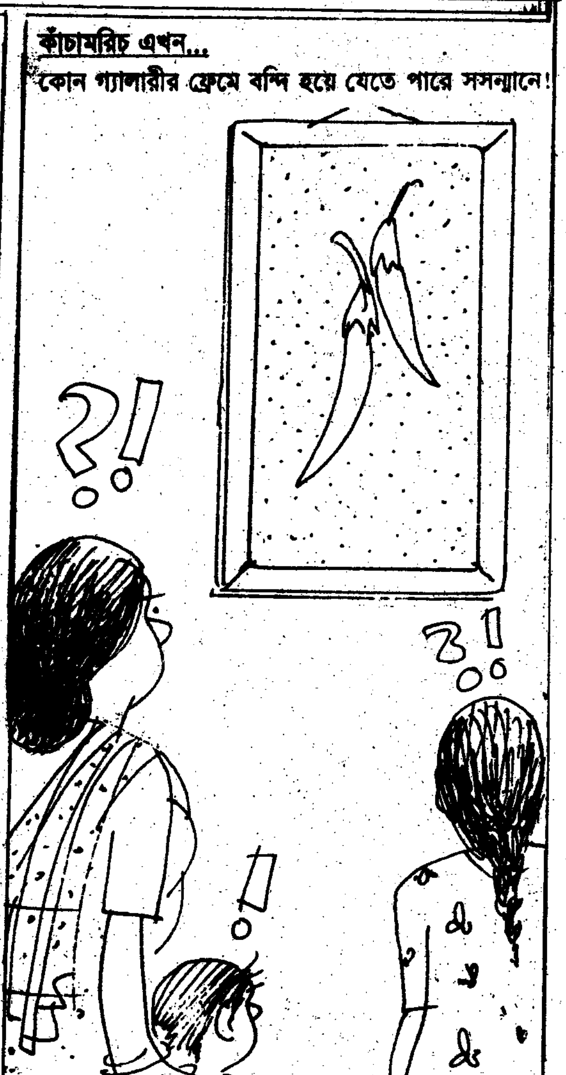

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfbol.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

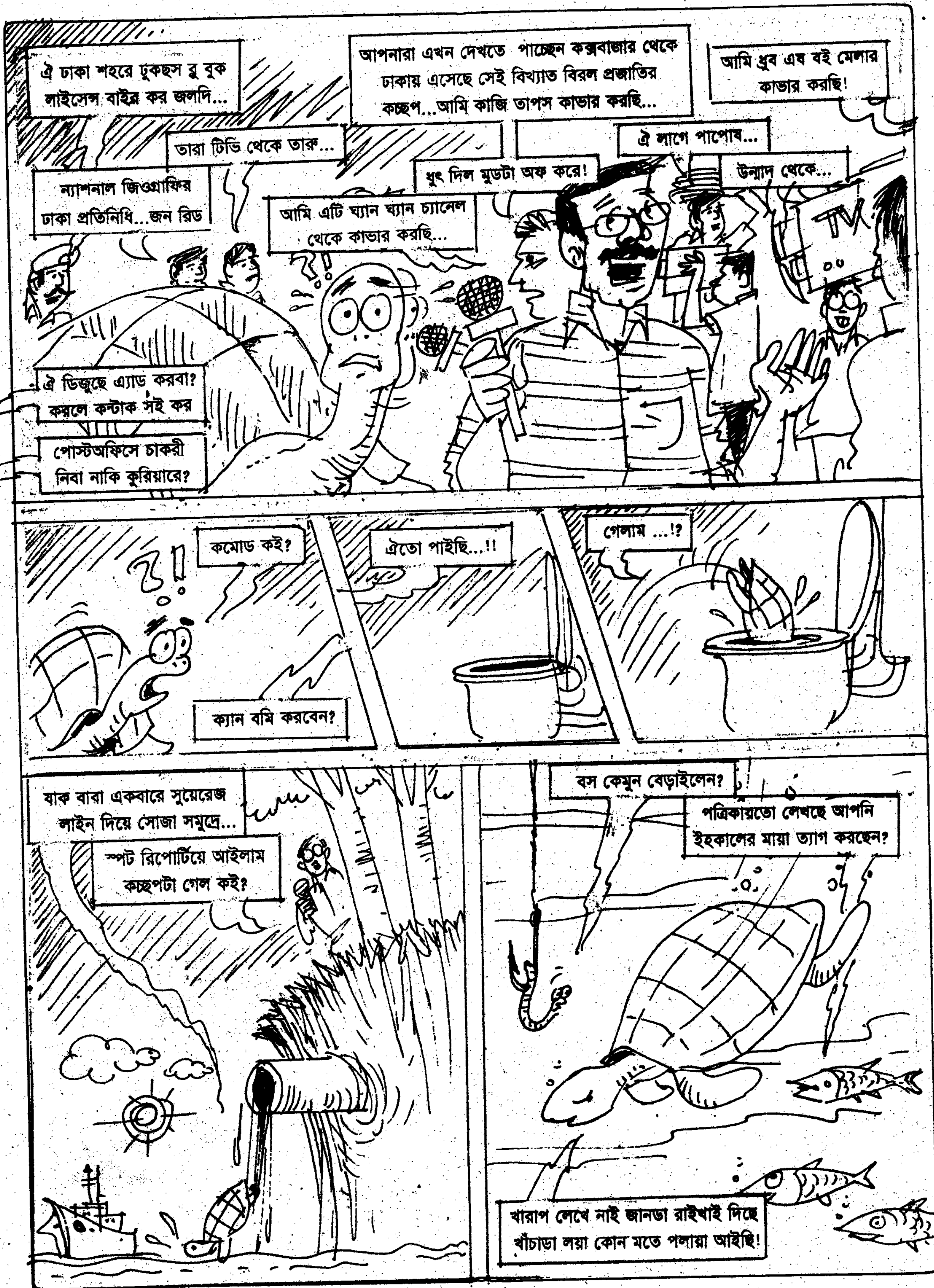

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

একদিন...

শাহরীয়ার শরীফ

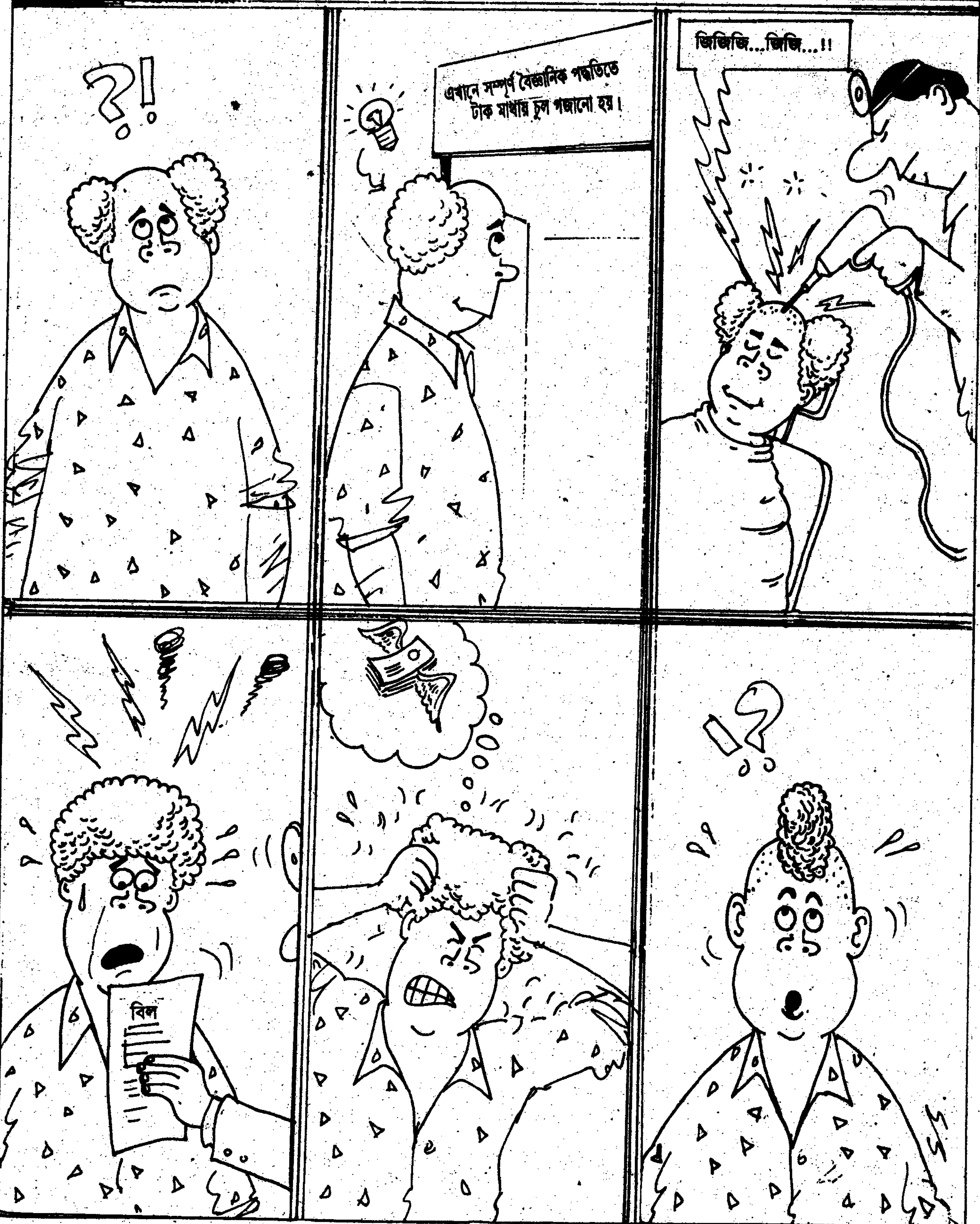

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

উন্মাদ

পাঠক ফোরাম

ফারজানা

সৈয়দা সেলিমা আক্তার
(উপাফো - ১২)

তাহার নাম ফারজানা। দেখিতে অসম্ভব সুন্দরী। রুপচর্চার পাশাপাশি ফিগার মেইনটেইন করিবার যাবতীয় প্রচেষ্টা রাখে সে। এই সমস্ত করিতে গিয়া দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়া যায়। পড়ালেখা শিকেয় ওঠে। দোষের মধ্যে এই গুলো ছাড়াও -দীর্ঘ সময় বাথরুমে কাটাইবার বাতিক আছে।.

তাং ফাং করিতে করিতে কোনো প্রকারে সে গ্রাম হইতে এস এস সি পাশ করিলো ঠিকই। এইচ এস সিতে গিয়া ধরা খাইলো! শহরের কলেজে এডমিশন হইলেও টুকলিফাই করিয়া লিখিবার সুযোগ যে নাই!

পাড়ার উঠতি ছেলে পিলেদের ফারজানার প্রেমে একবারে পাগল। গৃহ শিক্ষক বেচারাও একই দশা! এই সব সে বেশ উপভোগ করিতো। রীতিমতো প্রেম ভাইরাসে আক্রান্ত বলা চলে। দিনে দিনে তাহার প্রেমিকের লিস্টিও দীর্ঘ হইতে থাকে।

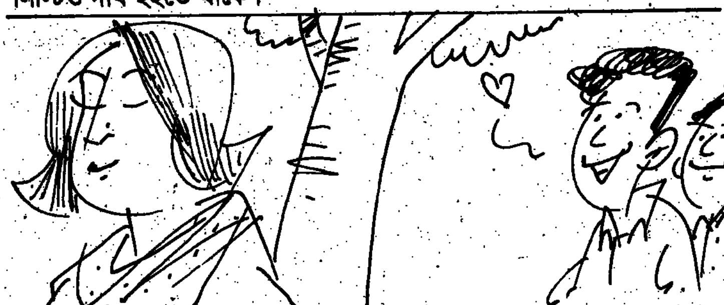

মোলায়েম স্বরে কথা বলা কন্যাটিকে তাহার মাতা বকিতে চাহিয়াও বকিতে পারেন না। ভাবেন উহার পিতার বিদেশ হইতে ফিরিবার সময় হইয়াছে। আসিলে সবিস্তারে জানাইবেন। যথাসময়ে ফারজানার পিতার আবির্ভাব ঘটিলো। তিনি দেখিলেন তাহার কন্যা রত্নটির লেখা-পড়ার একদম মন নাই অতএব তিনি বিবাহ দেওয়া উত্তম বলিয়া ধার্য করিলেন বিবাহ ঠিকও হইয়া গেলো।

খবর শুনিয়া তাহার তাবৎ প্রেমিক-কুলের পাগলামির রিলে রেস আরাম্ভ হইয়া যায়। একজন শুনিয়াছি, সকল বন্ধুদের প্রতিজ্ঞা করাইয়াছে বিবাহ সম্পূর্ন বয়কট করিবার জন্য । অন্যজন শুনিলাম -স্ব শরীরে পাত্র পক্ষের বাড়ি গিয়া জানাইছে - ফারজানা উহাকে ভালোবাসে।

এই সমস্ত নাটক কোনো কাজেই আসিলো না । বিবি সাহেবার যে অন্যত্র মত আছে! বিবাহের দিন তাহাকে অবিকল শাহজাদা সেলিমের প্রেয়সী মেহেরুন্নেসার মত অপূর্ব সুন্দরী লাগিয়াছিলো বটে, কত শতজনের হৃদয় যে বিদীর্ণ করিয়াছিলো তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ০০

রিয়্যাল লাইফ জোক?

সন্দীপ্তা (উপাফো -৩০০১)

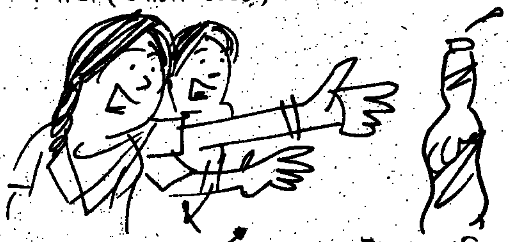

আমাদের ফ্রেন্ড সার্কেলের সব কয়টা বান্দর দি গ্রেট। ক্লাশ সেভেনে থাকতে টিফিন পিরিয়ডে একবার সবার কোক খাওয়ার ইচ্ছা জাগল। কিন্তু কারও কাছে পয়সা নেই। দেখলাম পাশের সেকশনের একটা মেয়ের হাতে ভরা ভারজিন এর বোতল। আমাদের আর পায় কে। মেয়েটা বারান্দার কোনায় ওর টিফিনটা আর ভারজিনটা রেখে গেল তার বন্ধুদের ডাকতে। , এমন সময় আমাদের সার্কেলের একটা ফ্রেন্ড এসে বলল ' এই নে কোক খা '

- কোথায় পেলি? জিজ্ঞেস করার কারণ আমরা জানতাম না যে মেয়েটা তার ভারজিনটা রেখে গেছে। ফ্রেন্ডটা বলল " আরে খা পেয়েছিস যখন খেয়ে নে " যাই হোক আটজন মিলে ভারজিনটা শেষ করদে দুই মিনিটও লাগল না।

কিছুক্ষন পর ভারজিনের মালিক এসে বলল ' আচ্ছা এখানে একটা ভারজিন কোলা ছিল তোমরা কি জান কোথায় ?" তখনতো আমাদের মত ভাল মানুষ আর কেউ নেই বললাম , "না তো ছিল নাকি?" ও চলে যাওয়ার পর আমাদের ফ্রেন্ডটা বলল " আসলে আমরা এতক্ষন যেটা খেলাম সেটা ওর ছিল না" আমরা ওর কথা শুনে হা।

০০

গ্রিসে পাঠামু

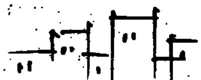

রুবেল কান্তি নাথ (উপাফো- ৫৫৩)

মামু , পাঁচ লাখ ট্যাকা দে-
তোরে গ্রীসে পাঠামু।
তুই মইরা পড়ে থাক,
তোর চৌদ্দ গুষ্টি নিপাত যাক।
আমি মহা খায়েশে।
বইসা বইসা বঙ্গ দেশে -
তোর ট্যাকা খামু।
মামু, পাঁচ লাক ট্যাকা দে
তুই ভিসা গ্রিসের নে।
উচু করে শার্টের কলার
কামাবিরে পাউন্ড আর ডলার
এ্যাই চিন্তা কিসের হে!!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

মানচিত্রে বাংলাদেশ

সন্দিপ্তা

(উপাফো- ৩০০১)

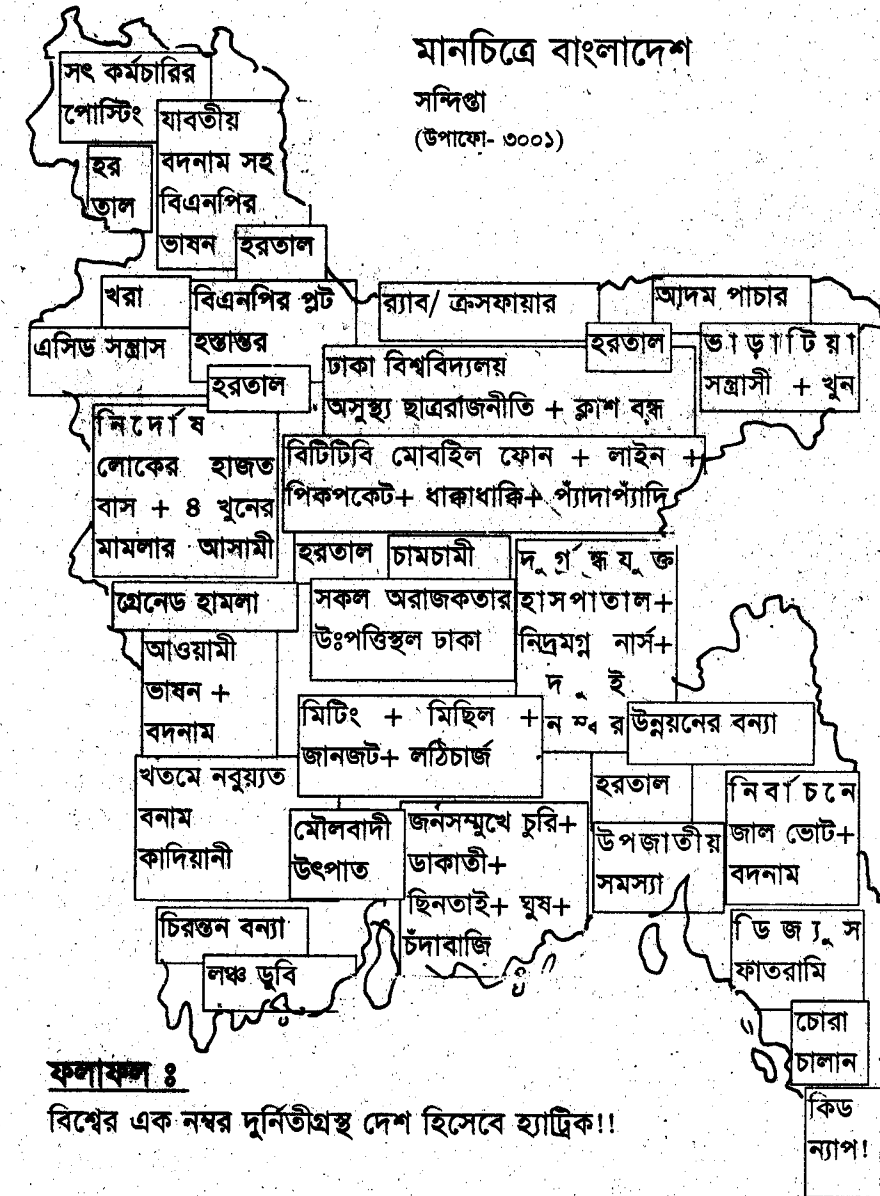

ফলাফল ঃ

বিশ্বের এক নম্বর দুর্নিতীগ্রস্থ দেশ হিসেবে হ্যাট্রিক!!

উপাফো সদস্য ফরম

নামঃ..

অবিভাবকের নামঃ

(মামুর নাম হলে ভাল হয়)..

ঠিকানাঃ..

....

প্রতিষ্ঠান/জেলা/উপজেলাঃ...

ফোনঃ...ই- মেইলঃ ....

পেশাঃ... বয়সঃ ....

*ফটো কপি পাসপোর্ট সাইজ ছবি কোনক্রমেই গ্রহন যোগ্য নয়।

* ষ্ট্যাম্প সাইজ ছবি পাঠাতে হবে।

স্বাক্ষর.......................................

তারিখ...

ডট লাইনবরাবর কেটে পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়
উন্মাদ, ১/৩ 'ই' ব্লক লালমাটিয়া (তিন তলা), ঢাকা।

আমার একটা জানাল ছিল!

আলীবাবা

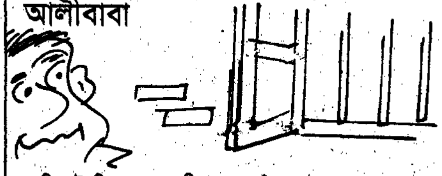

আমি এই তিলোত্তমা নগরীতে আর পাঁচ দশটা সাধারন মানুষের মত বসবাস করছি। এই বায়ান্ন বাজার আর তিপ্পান্ন গলির মেগা সিটিতে দৈনন্দিন ঘটে যাওয়া ঘটনাবলী না হয় পরের জন্যই রেখে দিলাম (উন্মাদের দুর্দিনে লাগবে বটে!! যদি কমিক আইটেম প্রয়োজন হয় তাহলে) তো এবার ভনিতা রেখে আসল কথায় আসি, আমি ঐতিহাসিক ঢাকা -১০ এ থাকি। আমার বাসাটি এমন জায়গাতে যার একদিকে আঁতেল পাড়া , অন্যদিকে ঠোলা গোডাউন আর সামনে ঢাকার পাকনা বালিকাদের পাঠশালা ...এবার আপনার বুঝে নিন। আমি পেশায় একটি খ্যাতনামা বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, ঢাকায় থাকি আমার খালার বাসায় , তো সেখানে আমার নিজের একটা রুম আছে। যাকে বোধ হয় বর্তমানে হিট চেম্বার বললে ভুল হবে না। রুমটিতে একটি স্পেশাল জানালা ছিল যা আর ঐ এপার্টম্যান্টের আর কোন ফ্ল্যাটে ছিল না। আর এর শানে নযুল হল আমার রুমে কমন জানালার পাশাপাশি যে স্পেশাল জানালা ছিল তা আসলে পূর্বে ব্যবহৃত এসির ঘাট পরে যা শাটার জানাল হয়ে গিয়েছিল। চরিত্রে কোন লুইস গিরি ফ্লেভার না থাকলেও এমনটা যে কেন হয়েছিল তা জানার পর আমি আমাকে দুনিয়ার সেরা ফাটা কপাইল্লাহ মনে করা শুরু করলাম। এই জানালা দিয়ে দেহের প্রায় অর্ধেক বাহিরে নেওয়া যেত এবং এতে বিশুদ্ধ বায়ু !! ও প্রাকৃতিক পরিবেশ (???) তাছাড়া টুকটাক আশে পাশের বিল্ডিং এর সুন্দরীদের সাথে হালকা পাতলা টাংকি মারা উপভোগ করার জন্য বেশ কার্যকরী (যা এই লেখার আসল কারণ) একদিন সকালে নিত্যদিনের মত আমি ভার্সিটি চলে গেলাম। বলাই বাহুল্য যে সেদিন এপার্টমেন্টের সংস্কারের কাজ চলছিল আর পাশাপাশি কোন ফ্ল্যাটের এসির জন্য দেয়ালে কাটা বা কাটা না থাকলে তা একবারে প্লাস্টার করে বন্ধ করে দেওয়ার কাজও চলছিল। জানিনা কি দোষে রাতে ক্লান্ত হয়ে বাসায় ফিরে আমি রুমে ঢুকে আমার জানালাটিকে দেখতে পেলাম না। ভালো করে চোখ কচলে দেখলাম যে আমার সেই স্পেশাল জানালার রিটায়ারমেন্ট হয়ে গেছে। ...সর্বনাশ হায় হায় !! একি হল? পরে বাসায় জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে আমার এই জানালারটিও নাকি এসির ঘাট হিসেবে মিস্ত্রিরা প্লাস্টার করে দিয়েছে। আহ ...কি দুঃখ ...রে। এখন থেকে আর বিশুদ্ধ হাওয়া বাতাস কি খাওয়া যাবে না ? পরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্লাস্টার করা সাবেক জানালার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে গাইতে থাকি...

" আমার একটা জানাল ছিল জানলো নাতো কেউ,
এই খানে একখান জানালা ছিল জানলো নাতো কেউ
ও তার লক ছিল না , ক্লিপ ছিল না দেখতো না মোরে কেউ
আমার একটা জানালা ছিল জানলো নাতো কেউ ... "

এভাবেই আমার সাধের জানালার জীবনাবসান...তার সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেল আমার আগের নিত্যদিনের জানালা সংক্রান্ত কার্যাদি। আর আমি হয়ে গেলাম সেন্ট্রাল জেলের ছিকে আসামীর মত। এখন রুমের এ জানালার অংশটির দিকে তাকানো মানেই অতীতের স্মৃতিচারন আর তা জাবর কেটে সময় পার করা। অতীতের সেই স্মৃতিকে ধরে রাখতে আমি প্লাস্টার করা অংশে একটা " সার্কিট" এঁকে রেখেছি যেমনটা করেছিল দেবদাস মদের বোতল নিয়ে পার্বতীকে ভুলতে চেয়ে ঠিক তেমনি আমি রয়েছি এ প্লাস্টার করা জায়গাতে সার্কিট ডায়াগ্রাম এঁকে অতীতের সব স্মৃতি একেবারে মসলা মিকচার মেরে সব এক করে দিয়েছি আর পস্তাচ্ছি হারিয়ে যাওয়ার সেই হাহাকারে। ০০

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

আজব জাতির কবলে...

অনিক খান

দেশের বাইরে যে এই প্রথম এসেছি, ব্যাপারটা তেমন নয়। বিদেশ ঘুরে বেড়াতে যে আমার মন্দ লাগে, ব্যাপারটা তেমনও নয়। সমস্যাও হতো না যদি ওই ঘুরে বেড়ানোর ব্যাপারটাই উদ্দেশ্য হতো। মহাখালী ফ্লাইওভার পেড়িয়ে জিয়া বিমান বন্দরে হুটোপুটি করে বোর্ডিং পাস নিয়ে উড়োজাহাজে চড়ে বসা, তারপর গন্তব্যে পৌঁছে- "হুম্ জায়গাটা মন্দ না" কিসিমের একটা ভাব নিয়ে হোটেলে পদার্পন। এরপরে আর কত? দু চার দশ দিন পর আবার ঢাকার জ্যামে বসে ট্রাফিক পুলিশের চৌদ্দ দুগুনে বিয়াল্লিশ পুরুষ উদ্ধার। আর এর মাঝখানের সময়টুকুতে তাবিজের মত গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে আর মোবাইল ফোনের কেসিং-এর মত মাথায় রং বেরংয়ের ক্যাপ বসিয়ে আইফেল টাওয়ারে ওঠার সময় নিজেকে অত্যাধুনিক টারজান ভাবতে কিংবা এয়ার কন্ডিশনড্ গাড়িতে বসে সাহারা'র মাঝ দিয়ে হু হু করে গড়িয়ে চলার সময় নিজেকে ত-ত্যাধুনিক বেদুইন ভাবতে খারাপ লাগেনি কখনও। কিন্তু এবারে ঘটনা অন্যখানে প্যাঁচ খেয়েছে। এই দক্ষিণ গোলার্ধে এসে এই নাবালক পড়েছে দেড় বছরের লম্বা কঠিন এক গোলক ধাঁধায়। এখানে ইংলিশ চ্যানেলের ওপর ঘোমটা ওড়ানো হাওয়া আর গা ভেজানো পানির ঝাপটা মেখে সাদা কালো ইউনিফর্ম পড়া কোন ফরাসী নীল নয়না এসে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজীতে জানতে চায় না- "চা, কফি নাকি কোল্ড ড্রিংক? সঙ্গে কি কুকিজ চলবে?" বরং অবস্থা পুরোপুরি উল্টো। কাজে যাবার আগে রুম মেট বলে যায় আজও যদি আমি ভাত রেঁধে না রাখি তাহলে যেন অন্য পার্টি দেখি, তার এখানে থাকার জন্য নাকি অনেক ছেলেপুলে হা করে বসে আছে!

না, আমি ঠিক পুরুষ বুয়ার চাকরি নিয়ে সাত সমুদ্র তের নদী বাহাত্তর খাল পাড়ি দিয়ে এই অস্ট্রেলিয়ায় আসিনি। এসেছি ডিজাইন লাইনে ডাকসাইটে এক ইউনিভার্সিটিতে ক্রেডিট ট্রান্সফার করে পড়াশোনার উদ্দেশ্যে। আমার রুমমেটও মোটেও এমন এরশা... দুঃখিত হিটলার সুলভ আচরণ করে না আমার সাথে। বরং তার ভাব দেখে মনে হয় আমি তার অতিথি! আসলে এই দেশের সবকিছুই অসহ্য অসহ্য ও হাস্যকর লাগছে বলে হয়ত ভালো ভালো ব্যাপারগুলোতেও মন বিষিয়ে উঠছে সহজে। এদের অসহ্য ও হাস্যকর লাগার বিষয়ে আমাকে দোষ দেওয়া যাবে না এক বিন্দু। এখানে আমার পরিচিত একজনের বাসায় চুরি হবার পরে, দেশী স্টাইলে বাড়ির দেওয়ালে কাঁটাতারের বেড়া বা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরা লাগাতে চেয়েছিল। তার আইনবিদ প্রতিবেশী তাকে সেটা না করার পরামর্শ দিয়েছেন। কারণ চুরি করতে এসে চোর যদি আহত হয় তবে সে চাইলে বাড়িঅলার নামে নাকি মামলা ঠুকে দিতে পারে! তারপর বাকি জীবন মহামান্য তস্কর মহোদয়ের ভরন পোষনের জোগান দিতে দিতে তরুন বাড়িঅলার ছেলেপুলেও বুড়ো হয়ে যেতে পারে। এরচেয়ে টিভি-ডিভিডি যায় যাক, রক্ত পানি করা কামাই দিয়ে চোরকে আজীবন বিয়ার খাইয়ে কাজ নেই।

এদের সবকিছুই অস্বাভাবিক। আমরা যেমন হন হন করে হাটি, এরা হাটে ঝন ঝন করে, কারণ সব সময়েই পকেটে থাকে এক গাদা কয়েন। দশ ডলার দিয়ে একটা কিছু কিনে বিশ ডলারের নোট দিলে দোকানি আপষে একটা দশ ডলারের নোট ফেরৎ দিলেই পারে, তা না দিবে দুইটা দুই ডলার, একটা এক ডলার, দুইটা পঞ্চাশ সেন্ট আর বাকিগুলো বিশ, দশ আর পাচ সেন্ট মিলিয়ে। সবগুলোই কয়েনে। এ কারনেই বোধহয় অস্ট্রেলিয়ায় গরু বেশী উৎপাদন হয়। গরুর চামড়ায় বানানো বেল্ট না থাকলে কয়েনের ওজনেই সবগুলোর প্যান্ট খুলে পড়ে যেত দু'কদম হেটে যেতে তিন বার। তারপরেও, ঢাকায় দেখেছি ভিক্ষুক ভিক্ষা চাইলে বাচ্চা স্কুল বালক শার্ট, প্যান্ট, মানি ব্যাগ আর কাঁধের ব্যাগের পকেট হাতড়ে খুচড়া পয়সা বের করে দিচ্ছে। আর এখানে- কোন হোমলেস খুচরা পয়সা চাইলে স্যুট বুট পরা কেউ পকেট থেকে পাঁচ সেন্ট দিচ্ছে এমন দৃশ্য আমি

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

সচক্ষে চাক্ষুস করিনি এখনও।

তবে এদের কিপটা ভাবলে ভুল হবে। প্রায় সবারই নিজের গাড়ি আর রাস্তায় দারুন দারুন সব বাস চললেও এরা কোটি কোটি ডলার খরচ করে সিডনী শহর কেঁচিয়ে মোরব্বা বানিয়ে ফেলেছে ট্রেন লাইন আর ট্রেন স্টেশন করে। একটু পর পরই ট্রেন ছাড়ছে। প্রতি মহল্লা, উপ-মহল্লায় স্টেশন তো আছেই। আমার বাসার পাশেই ট্রেন লাইন। একদিন আমার কি কারনে যেন হিক্কা উঠেছিল, সেদিন হিসাব করেছি- প্রতি আড়াই হিক্কা পর পর একটা করে ট্রেন যাচ্ছে। আমি যে শুধু দুর থেকেই ট্রেনের শব্দ শুনি আর হিক্কা দিয়ে তাদের যাত্রা হিসাব করি তা না, প্রতিদিন মোট নব্বই মিনিট এতে চড়েই আমাকে ইউনিভার্সিটি যেতে ও আসতে হয়। আসলে এই হচ্ছে আমার কপাল, দেশে মানুষ ট্রেনে করে ফিশ কাটলেট আর বোম্বে টোস্ট খেতে খেতে নানা বাড়ি, দাদা বাড়ি যায় আর আমি যাই ইউনিভার্সিটিতে!

মানুষের কত রকম স্বপ্ন থাকে। হায়! সমস্ত স্কুল ও কলেজ জীবনে আমার একটাই স্বপ্ন ছিল- ছোট খাটো সুন্দর নাম ও বিশাল সবুজ মাখা একটা ক্যাম্পাসের বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ব। যেমন জাহাঙ্গীর নগর। কিন্তু কপালে নাই ঘি, ঠকঠকাইয়া হবে কি? এ-লেভেল শেষ করে ভর্তি হলাম- তিন বেড, ড্রয়িং ডাইনিং আর এটাচড্ বাথঅলা ছয়তলা বিল্ডিংএ। ক্যাম্পাস যত ছোট, নাম ঠিক তত বড়- শান্ত-মারিয়াম ইউনিভার্সিটি অফ ক্রিয়েটিভ টেকনলজি। (এখন অবশ্য আমাদের এসএমইউসিটি অনেক বড়, অনেকগুলো ক্যাম্পাস)। ভাবলাম অস্ট্রেলিয়ায় গেলে নিশ্চয়ই কপাল খুলবে। কিসের কি? এখানেও সেই মুখ ভরা নাম আর দেওয়াল ভরা ক্যাম্পাস। বিলি ব্লু স্কুল অফ গ্রাফিক আর্টস। অভিজাত এলাকা নর্থ সিডনী'র এক স্কাই স্ক্র্যাপারের চারটি ফ্লোর মিলে তার অবস্থান। আসলে ঈশ্বর খেলেন তার নিজের নিয়মে। চোদ্দ বছরের স্বপ্ন ভঙ্গ হওয়া ঢাকা শহরের সেই আবাসিক ভবনের ইউনিভার্সিটিই এখন আমার অস্তিত্বের অংশ। অস্ট্রেলিয়ার অতি আধুনিক এই ইন্সটিটিউটে এসেও মন আকুপাকু করে সেই ঢাকার ক্যাম্পাসের জন্য। সেই শিক্ষক সুলভ বন্ধুদের জন্য আর বন্ধু সুলভ শিক্ষকদের জন্য। এখানে দাদন মামা'র চিনি ছাড়া দুধ কম অনিক স্পেশাল চা নেই। ওখানে ছিল।

এখনও সকাল বেলা বাসা থেকে বেড়িয়ে রাস্তায় নেমেই "এই খালি যাইবেন?" বলার জন্য বুকটা হু হু করে ওঠে, কিন্তু কোন হাড় জিরজিরে রোদ পোড়া মুখ সামনে এসে বলে না- "লন্ উঠেন"। এখানে রিক্সা নেই। চওড়া কাঁধ রাগী চেহারার আরব কিংবা থাবড়া নাক কুতকুতে চোখ চাইনিজ বা চিকন গোঁফের ভারতীয় ড্রাইভারের ট্যাক্সি আছে। কিন্তু এতে উঠলেই সর্বনাশ। ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে কোথায় যাব বুঝিয়ে বলতে বলতেই মিটারে পাঁচ ডলার। আর এইসব ট্যাক্সিতে উঠলেই নিজেকে যেন কেমন তারকা তারকা মনে হয়। না, ট্যাক্সি ড্রাইভার অটোগ্রাফ চেয়ে খাতা বাড়িয়ে দেয় না, তবে প্রতিটি ট্যাক্সিতেই রয়েছে ভিডিও ক্যামেরা ও মাইক্রোফোন। ট্যাক্সিতে আপনার পুরো সময়টুকু রেকর্ড হয়ে চলে যাচ্ছে

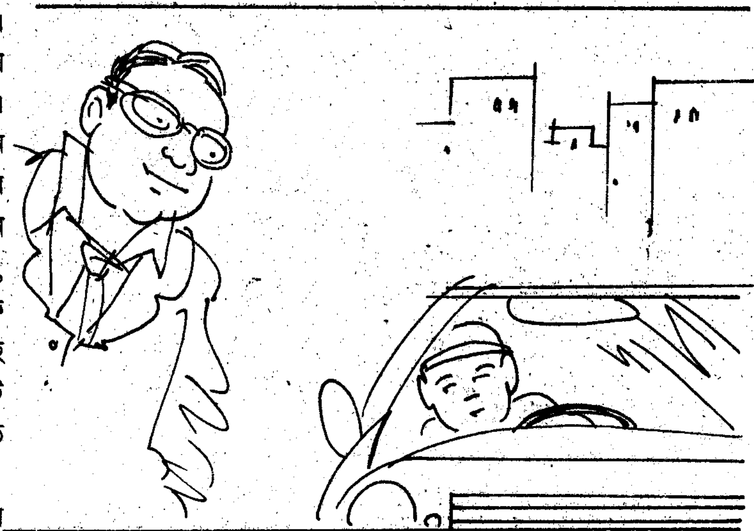

আর্কাইভে। শুধু কি ট্যাক্সি? রেল স্টেশন, মার্কেট, দোকান পাট, বাড়ি ঘর, স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি সবখানেই ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা। এই তিন মাসে সিডনীর আর্কাইভে আমার যত ছবি জমেছে, এফ ডি সি'র আর্কাইভ খুজে ইলিয়াস কাঞ্চনেরও এত ছবি পাওয়া যাবে না! তবে ট্যাক্সির মস্ত সুবিধা হচ্ছে রাস্তায় নেমে এদের খুঁজতে হয়না, গন্তব্য যত কাছেই বা দূরেই হোক, অযথা ক্যাচাল করতে হয় না। ফোন করলেই ওরা ছুটে আসে।

শুধু ট্যাক্সি কেন? এখানে ফোন নম্বর টিপেই সবকিছু অর্ডার করা যায়। এগুলোকে বলে হট লাইন। রেডিওতে কোন গান শুনতে ইচ্ছে করছ? ফোন করে রিকোয়েস্ট করুন, বাজিয়ে দেবে। টিভিতে কোন অনুষ্ঠান ভালো লেগেছে? ফোন করে ক্রেডিট কার্ড নাম্বার দিয়ে দিন পুরো অনুষ্ঠানের ডিভিডি এসে যাবে। পত্রিকায় সোফা, ফ্রিজ, ক্যামেরা, গাড়ি, কম্পিউটার এমন কি স্পিড বোটের বিজ্ঞাপন পছন্দ হয়েছে? একটা কল করলেই চল্ চল্ চল্ গান গাইতে গাইতে একদম বাসায় এসে ডেলিভারী দিয়ে যাবে। রাতে রান্না করতে আলসেমী লাগছে? পিৎজা ডেলিভারিরও হট লাইন আছে। হট লাইনের শেষ নেই। এমনকি কোন হটলাইনের নাম্বার যদি মনে না থাকে, সেসবের নাম্বার পাবার জন্যও হটলাইন আছে! সেরকম হট লাইনের একটি গল্পই ফট করে আপনাদের শুনিয়ে দেই।

এইতে সেদিন সিডনী মেলায় উন্মাদ স্টলের জন্য ডি.এইচ.এল. মারফত ঢাকা থেকে কিছু বই আসার কথা। ডি.এইচ.এল.-এ সাধারণ পোস্টের চেয়ে প্রায় চার গুন খরচ। তবুও খরচ করা কারণ হাতে সময় একদম অল্প। এদিকে মেলার দিন চলে আসে তবুও ডি.এইচ.এল. ডেলিভারীর দেখা নেই। আমাদের তো টেনশনে মাথা নষ্ট। শেষমেষ বন্ধু অপূর্ব বলল ওদের হট লাইনে ফোন করে দেখতে। কিন্তু আমার কাছে তো

ওদের নাম্বার নেই। অপূর্ব হতাশ হয়ে কয়েকবার মাথা ঝাকিয়ে বলল- এটা অস্ট্রেলিয়া মাই ফ্রেন্ড, এখানে নেই বলে কিছু নেই। তারপর সে হট লাইন খোঁজার একটি হট লাইনে ডায়াল করে আমাকে রিসিভার দিয়ে চলে গেল। খানিক্ষন পর একটি পূর্বে রেকর্ডকৃত মিস্টি কণ্ঠ একটু অপেক্ষা করতে অনুরোধ করল- আপনার কলটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, লাইন ফ্রি হলেই আপনাকে সংযোগ দেওয়া হবে। প্রায় আধা ঘন্টা আমিও খুব গুরুত্ব সহকারে রিসিভার ধরে রইলাম। ওইদিকে কেউ নেই, আমিও চুপ। এমন বোবা হয়ে তিরিশ মিনিট ফোন ধরে রাখা আমার জন্য সত্যিই নতুন একটি অনুভূতি! অবশেষে নীরবতা ভঙ্গ হলো।

হাই! আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি

আমার একটি হট লাইন নাম্বার প্রয়োজন

নিশ্চই স্যার। কার নাম্বার জানতে চান?

সিডনী'র ডি.এইচ.এল.-এর।

কার?

ডি.এইচ.এল.

উমমম্... দয়া করে নামটা কি একটু বানান করে বলবেন?

আমি আকাশ থেকে ধুপ ধুপ করে দুইবার পড়লাম। প্রথমবার এই মনে করে যে এই হট লাইনের চাকরী করেও সে হট কোম্পানী ডি.এইচ.এল. চেনে না। পরের বার পড়লাম এই ভেবে যে আমাকে এখন ডি.এইচ.এল. বানান করতে হবে!

ইয়ে মানে ডি.এইচ.এল.-এর বানান হলো গিয়ে ডি... এইচ... এল...

ওকে! ডি ফর ডগ, এইচ ফর হাউজ, এন ফর নেলী?

নো নো ডি.এইচ.এল...

ওহ্ সরি স্যার। ডি ফর ডগ, এইচ ফর হাউজ, এম ফর মাদার?

নোওওওও... ডি.এইচ.এল. এল ফর... এল ফর...

ইতিমধ্যে আমার মেজাজ খিঁচড়ে গেছে। তার ওপর আবার হঠাৎ খেয়াল করলাম আমার সমস্ত শব্দ ভান্ডারে 'এল' দিয়ে কোন ইংরেজী শব্দ নেই। এমনিতে পরের দিন মেলা, আজকের ভেতর বই হাতে না পৌছালে উন্মাদের স্টল হবে না তারপর আবার এই মুর্খ নারী আন্তর্জাতিক সার্ভিস ডি.এইচ.এল. চিনছে না, কাজেই মেজাজ তখন তিরিক্ষে, তবু কিছুক্ষন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে বললাম

এল ফর লাউ

ইয়েস স্যার?

আমি ততক্ষনে ইংরেজীতে ক্ষান্ত দিয়েছি

আরে লাউ, লাউ... কদু!

ক্যান ইউ রিপিট ইট প্লিজ?

সিওর! হোয়াই নট? এল ফর লাউ। নট পাপাইয়া, নট বাঙ্গি, বাট কদু

আই ডোন্ট গেট ইট স্যার, আপনি কি বলতে পারেন এটা কি ধরনের প্রতিষ্ঠান?

আরে ছাতা...

ইয়েস স্যার?

ছাতা, ছাতা, আম্ব্রেলা!!!

ইউ ফর আম্ব্রেলা?

আমারে ছাইড়া দে বইন, ফরগিভ মি সিস্টার। আই ডোন্ট নিড দ্যা নাম্বার অফ দ্যা কুরিয়ার সার্ভিস...

ওকে... কুরিয়ার সার্ভিস?

আমি যেন আদিগন্ত সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে টাইটানিক খুঁজে পেলাম

ইয়েস ইয়েস ডি.এইচ.এল. কুরিয়ার... পোস্টাল সার্ভিস, লাইক সুন্দরবন কুরিয়ার ইন মিরপুর দশ নম্বর গোল চক্কর?

আই এম নট শিওর স্যার, বাট ডু ইউ মিন ডি.এইচ.এল. এক্সপ্রেস?

ওহ সুইট লর্ড! ইয়েস আই মিন ডি.এইচ.এল. এক্সপ্রেস!

নো ওয়ারিজ স্যার, আপনি কি ওদের নাম্বার চান? নাকি ওদের সাথে আপনাকে ডাইরেক্ট লাইন কানেক্ট করে দেব?

তুই মানুষ না রে... তুই ফেরেশতা!

ইয়েস স্যার?

নাথিং ডিয়ার, প্লিজ গিভ মি কানেকশন।

ইন এ মিনিট স্যার...

বিজ্ঞানের অগ্রগতি দেখে আমার রাগ পড়ে গেল। আমি মুগ্ধ। নাম্বার না টিপেই পৌঁছে গেলাম ডি.এইচ.এল.-এর হট লাইনে। তবে মুগ্ধতা পুরোপুরি উপভোগ করা আগেই ফোনের ও প্রান্ত থেকে শুনতে পেলাম

ডি.এইচ.এল. এর হট লাইনে স্বাগতম। আপনার কলটি আমাদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দয়া করে একটু অপেক্ষা করুন, লাইন ফ্রি হলেই...

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

আমি কোন ক্রেডেলে নামিয়ে রেখে একটি দীর্ঘক্ষন চেপে রাখা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লাম। পাশের রুম থেকে অপূর্ব জানতে চাইল ডি.এইচ.এল. কি বলল? আমি বললাম- ঘন্টা খানেকের ভেতরই ডেলিভারী চলে আসবে। অপূর্ব আবার বলল- হাহ্! বলছিলাম না

এইখানে এইসব কোন ব্যাপারই না?

এ তো গেল ঘরের গল্প। ঘরের বাইরেও নিস্তার নেই আমার। এই তো সেদিন সন্ধ্যার পর হেটে হেটে গ্র্যানভিলের স্টেশনের দিকে যাচ্ছিলাম। আমার গায়ে যথারীতি জিনস্ আর পাঞ্জাবী, ঠান্ডা বলে শাল মুড়িয়ে নিয়েছি। সেই সাথে বাংলার দুই গর্ব- সুপার মডেল বিবি রাসেল ও ব্যান্ড মিউজিসিয়ান মাকসুদের ফিউশন করে মাথায় একটা লাল-সবুজ চেকের গামছা বেঁধে নিয়ে আমি ভালো মানুষ আপন মনে হেটে যাচ্ছি, হঠাৎ পিঠের ওপর দুম্ এসে পড়ল এক রাম থাবড়া। আমি এক নাগাড়ে আল্লাহ খোদার নাম নিতে নিতে পিছনে ঘুরলাম। এক হাত ইতিমধ্যে পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছি, এখানে একেবারে ছিনতাই যে হয় না তা না। আর খুন খারাবীও এদের কাছে নতুন নয়। কিন্তু আমি এই বিদেশ বিভূঁইয়ে এসে মরতে রাজি না মোটেই। না না দেশপ্রেম নয়, মরে গেলে এত টাকা দিয়ে কেনা আমার রিটার্ন টিকেটের অর্ধেক টাকাই জলে যাবে। কাজেই যা চায় আপষে দিয়ে দেব, প্রয়োজনে যদি পকেটের মালামাল তার পছন্দ না হয়, তবে নিজেই তাকে এ.টি.এম. মেশিনে নিয়ে যেয়ে তার হাতে কার্ড আর পিন নাম্বার দিয়ে দেব, ইচ্ছে মত টাকা তুলে নে বাবা, জানে মারিস না! এসব ভাবতে ভাবতে পেছনে তাকিয়ে আমি তো পুরো হতাশ! তাগড়া জোয়ান সাদা চামড়া'র হাইজ্যাকারের দল তো নয়ই, কেবল এক থুরথুরে হোমলেস বুড়ি। আমাকে কিংকর্তব্যবিমূড় হয়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে বুড়ি প্রায় দাতশূণ্য মাড়ি বের করে হেসে বলল- 'ইউ লুক গর্জিয়াস হানি!' যার বাংলা তর্জমা করলে দাড়ায়- ও গো, তোমায় দারুন দেখাচ্ছে! আমি প্রশংসায় আপ্লুত হতে পারলাম না। জলন্ত সিগারেট হাতে সেই প্রায় আশি বছর বয়েসী মাতাল বুড়ির দিকে তাকিয়ে একটা "হেঃ হেঃ থ্যাঙ্কস্" জাতীয় শব্দ করে কোনমতে পালিয়ে বাচলাম। এদের বিশ্বাস নেই। চেহারা না, কপাল ভালো বলেই প্রশংসা'র ওপর দিয়ে পার পেয়েছি, দু চার দশ ঘা বসিয়ে দিলেও আমাকে বাচানোর কেউ ছিল না আসে পাশে। তাও কপাল ভালো যে দিনের বেশীর ভাগ সময় কাটাতে হয় ইউনিভার্সিটিতে বদ্ধ ঘরে; ক্লাসে নতুবা ল্যাবে।

প্রথম দিন ক্লাসে এক অস্ট্রেলিয়ান মেয়ের সাথে পরিচয় হলো। খুবই ভালো মেয়ে। অমায়িক। রূপসী। আমাকে দেখে সেই নিজ থেকে এসে আলাপ জমালো। এতে আমার জানি ভালো লাগার কথা কিন্তু ওই মুহূর্তে মন খুবই বিক্ষিপ্ত। ক্লাস রুমের ভেতর তাকাতে পারছিলাম না। তাকালেই মনে হচ্ছিল এখানে রণিত স্যার হুংকার দিয়ে বলবে না- 'চুপ! এইসব কি করছ?' কিংবা শাহীন স্যার সহ্যের চরমে পৌছেও মাথা নেড়ে বলবে না- 'নাহ্ অনিক, আর কত ফাকি দিবা?' মাথায় কেবল ঘুরছে- এইটা কই আইলাম? ক্যান আইলাম?

যাই হোক সে মেয়ে এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করল- 'তুমি কি নতুন এসেছ?' আমার মাথায় চিড় বিড় করে রক্ত উঠে গেল। এমনিতে আমি সরাসরি সেকেন্ড সেমিস্টারে ভর্তি হয়েছি, তারপর আবার দুই সপ্তাহ পরে এসে জয়েন করেছি অর্থ্যাৎ আমাকে ছাড়াই তারা ইতিমেধ্যে প্রায় সাত মাস ক্লাস করেছে। মনে মনে বললাম- আমারে আগে কোনদিন দেখছস্? মুখে বললাম- হ্যা, এই তো আজই প্রথম ক্লাস করব। তারপর সেই কথার খই ফুটিয়ে গেল। জানতে চাইল কোথা থেকে এসেছি, কবে এসেছি, নাম কি... আর তখনই ঘটল বিপত্তি। আমার নাম অনিক শুনেই সে বলল- "ওয়াও! আমার কুকুরের নাম ছিল অনিক্স। অনিক্স এক ধরনের কালো পাথর, খুব সুন্দর। আমার অনিক্স ও ছিল ফুটফুটে..." এটুকু বলেই তার চোখ ছল ছল করে উঠল, উচ্ছল মানুষটি উদাস হয়ে ছাদের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল। বুঝলাম অনিক্স প্রয়াত এক মহা প্রাণ। পাশে দাড়ানো বান্ধবী, তার কাধে হাত রেখে শান্তনা দেবার চেষ্টা করল। গান গাইতে পারে না, পিয়ানো বাজাতে পারে না খালি সারাদিন ঘেউ ঘেউ করে এমন একটা প্রাণীর জন্য কারও মনে এত মায়া থাকতে পারে আমি কল্পনাও করিনি। আমার নিজের মনও খানিকটা বিষন্ন হয়ে গেল। ভাবলাম ওকে বলি- "আজ অনিক্স নেই তো কি হয়েছে? আমি তো আছি..." কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলাম। বলা তো যায় না, আমার কথায় আবেগী হয়ে এই মায়াবতী যদি প্রতিদিন আমার জন্য বিস্কুট নিয়ে আসা শুরু করে তাহলে বেইজ্জতি!

মানি'র মান আল্লাহ রাখেন, সে মেয়ে খানিক্ষন একা থাকতে চায় বলে দুঃখ প্রকাশ করে ও পরে আবার কথা হবে জানিয়ে, নিজের ব্যাগে কিছু একটা (বোধহয় অনিক্সের ছবি বা চোখ মোছার রুমাল) খুঁজতে খুঁজতে ঝন ঝন করে হেটে চলে গেল। ০০

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

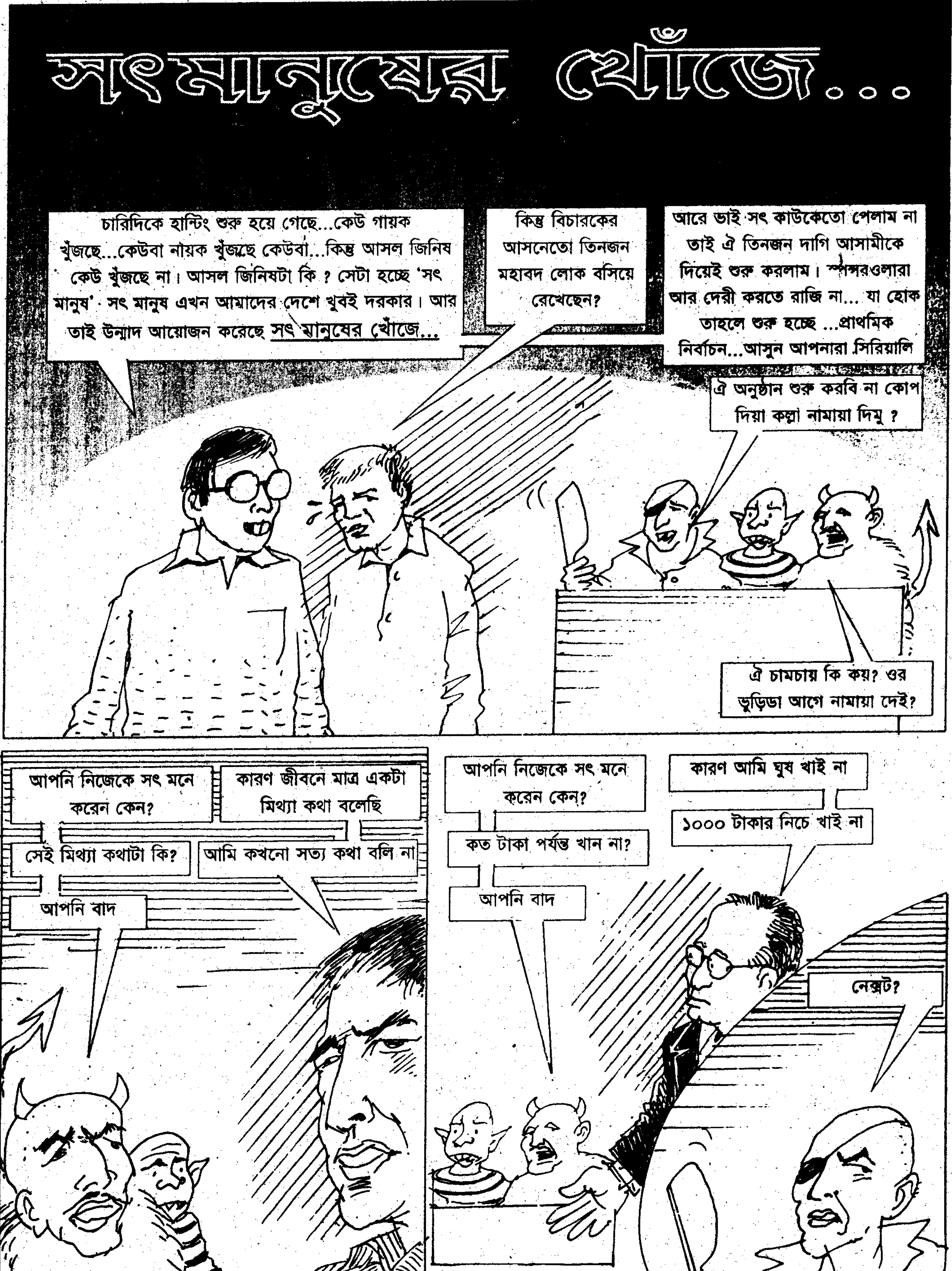

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

পর পর দুটো বিরল প্রজাতীর কচ্ছপ কক্সবাজারে উপস্থিত হয়েছে। এত ঘন ঘন কচ্ছপরা ডাঙ্গায় আসার চেষ্টা করছে কেন? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে যথারীতি 'উন্মাদ গবেষনা সেল' এর দারস্থ হতে হয়েছে।

ওরা কেন আসে বার বার?

ওয়াহিদ ইবনে রেজা

- কচ্ছপ বাঁচে ১০০০ বছর। এখনো এদেশে প্রবীণদের মানুষ সন্মান করে সেই আশায় বোধহয় প্রবীণ কচ্ছপদের এই দেশে আসা।
- এদেশের মানুষ ইদানিং পশু সুলভ আচরণ শুরু করেছে। তাই হয়তো ভেবেছে এদেশে মানুষ আর মানুষ থাকবে না। তাই আগে থেকে বুকিং দিতে।
- এদেশে কোন পোস্ট অফিসে চাকরী পাওয়ার আশায়!
- এ দেশের খরগোশদের সঙ্গে পুনরায় সেই চিরন্তন রেস দিতে।
- 'অ তে অজগর' 'ক তে কচ্ছপ'। বাংলা ভাষায় তার এই মূল্যায়নের কৃতজ্ঞতা স্বরুপ সেচ্ছায় শুভেচ্ছা সফরে আসা।
- বাকি জীবন কক্সবাজারের সাফারি পার্কে কাটিয়ে দেয়ার মানসে আসা।
- সমুদ্রের লবনাক্ত পানিতে জীবন এক ঘেয়ে হয়ে উঠেছে! বাংলাদেশের বন্যার পানিতে এক ঘেয়েমি কাটাতে চলে এসেছে।
- এরা আসলে কার্টুনিস্ট মানিক-রত্তনের ফ্যান! তাই অটোগ্রাফ নিতে মানিকজোড় এসে হাজির।
- এদেশের ওয়াসার পানিতে অনেক কিছু পাওয়া যায় বলে শুনেছে তারা। তাই সারজমিনে দেখতে এসেছে আর কি কি ফ্রি সুবিধা পাওয়া যায় এই বিখ্যাত পানিতে।
- এদেশে পানির দাম আর তেলের দাম এক সাথে বাড়ে। তাই হয়তো এই দেশে তেলে জলে মিশ খাবে, সেটা প্র্যাকটিক্যালি বুঝতে এই দেশের সীমনায় প্রবেশ করা।
- এরা আসলে অসুস্থ্য। এ দেশে সব জায়গায় সরকার 'ভ্যাট' ধরে। আর ওরা ভুল করে ভেবেছে 'ভেট' এ দেশে বোধ হয় খুব সহজ প্রক্রিয়া তাই চিকিৎসা নিতে তাদের আসা।
- এ দেশে মুরগীর ডিমের সাথে কখনো কখনো চিট করে কচ্ছপের ডিম ক্রেতাদের গছিয়ে দেয় বলে তার প্রতিবাদে তাদের আসা।
- উন্মাদে সর্ব শেষ আইডিয়া দিতে ... ?

www.Banglapdfbol.com Exclusive!

কোলাজটুন

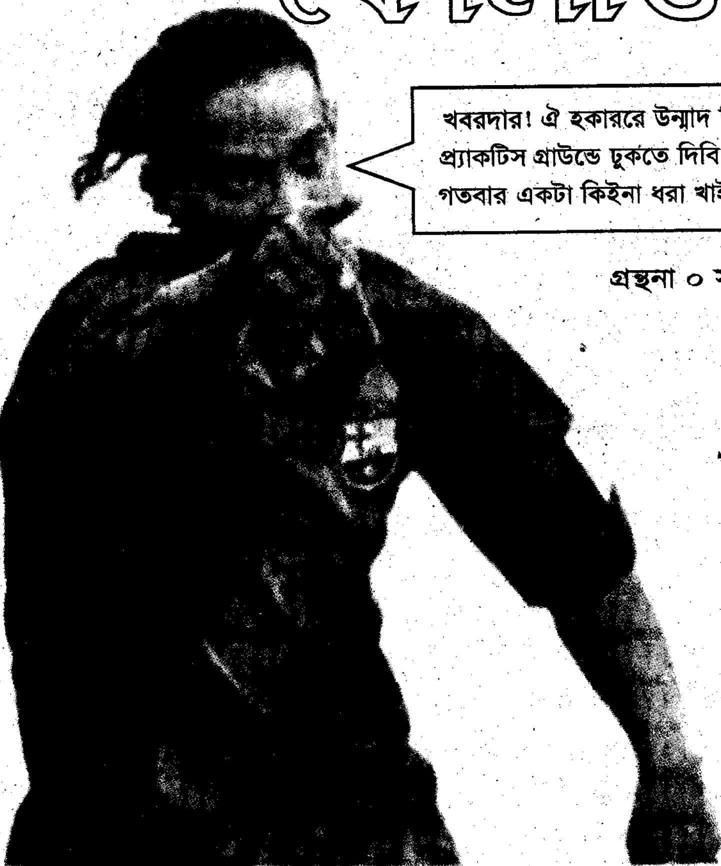

গ্রন্থনা ০ সন্দীপ্তা

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

উন্মাদীয় সমস্যা ও তার সমাধান!

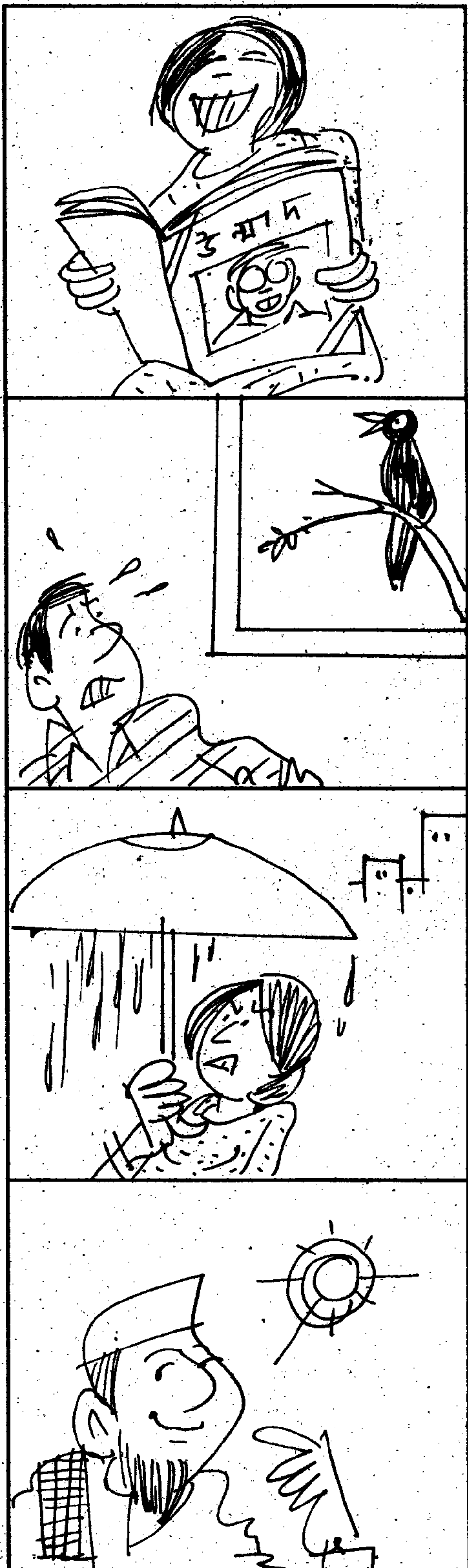

ঐশি
ফকিরাপুল , ঢাকা।

সমস্যা-ঃ আমার সমস্যা হচ্ছে কি জানেন? আমি উন্মাদ কিনি এবং পড়ে বেশ হাসি। এর কারণটা কি? সবাই অবাক হয়!

সমাধানঃ
বলেন কি??! এতো বিরাট সমস্যা! উন্মাদের ২৭ / ২৮ বছরের জীবনে এত বড় সমস্যার কথা কখনো শুনিনি। আপনি এক কাজ করুন ইমিডিয়েট বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিস্ট হেদায়েতউল্লাহ সাহেবকে দেখান। দেরী করবেন না। দেরী করলে সমস্যা আরো বাড়বে।

জহিরুল ইসলাম
জিন্দাবাজার সিলেট

সমস্যাঃ
খিতা খইতাম আমিতো বিরাট সমইস্যার মইধ্যে আছি এখটা খাক আমার জানালার কাছে ফেয়ারা গাছের ডালে বইসা খালি খা খা করে। খিতা খরি খনতো ?

সমাধানঃ ঐ খাকরে ধইরা খোক দিয়া একটা খেক খাওয়াইয়া দেন। দেখবেন আর খা খা খরবে না।

মনিরা বেগম
দাউদকান্দি , কুমিল্লা।

সমস্যা ঃ
একটা দামী ছাতা কিনলাম। কিন্তু ঐ ছাতার ভিতর দিয়ে পানি পড়ে। বাইরে বৃষ্টি না থাকলেও ঝির ঝির করে পানি পড়ে। এখন এই উন্মাদীয় ছাতাটা নিয়ে আমি কি করি? উন্মাদ অফিসে পাঠাব?

সমাধানঃ আপনার সমস্য ধরতে পেরেছি। আপনি ছাতা কেনার সময় ছাতার লাইসেন্স, ব্লু বুক এসব নিশ্চয়ই করেন নি। তাই এই অবস্থা। ঠিক আছে আমাদের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। দেখি ব্যাক ডোর দিয়ে লাইসেন্স ব্লু বুক বের করা যায় কিনা...চেষ্টা করে দেখি।

ফাগল
ফেনি সদর , নোয়াখালি

সমস্যা ঃ
এরেই উন্মাদ নি কোন? আছেন কেরুম? আরে চিনছেন নি কোন? এরেই বাই আন্নেইতো আর 'বি-রা-ট সমইস্যা' কইচ্ছেন! আন্নে আঁর সমস্যার সমাদান কি দিবেন আঁই ন' বুঝি ?

সমস্যা ঃ
কথা ঠিক... তয় ফাগলে না ফাগল চিনে! বুজ্জুইননি?

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

পরিদর্শন

আহসান হাবীব

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!

www.Banglapdfboi.com Exclusive!